"এই গ্রন্থে (কোনই) সন্দেহ নাই"

মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ

১২শ পারা—অমা- মেন্ দা-ব্বাতেন্

মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও সঙ্কলিত

৫নং হাজী লেন, কলিকাতা।

প্রকাশক—
মিনার কোম্পানী
৫নং হাজী লেন, কলিকাতা।

আত্ম-কথা

এছলামের মূলগ্রন্থ কোরআন শরীফের তেলায়ৎ ও উহার মর্ম্ম অবগত হওয়া প্রত্যেক মুছলমান নর-নারীর প্রতি এজন্য ফরজ যে, উহার শিক্ষাগ্রহণ ব্যতিরেকে মানব কখনই মানব-পদবাচ্য এবং খোদার করুণালাভের অধিকারী হইতে পারে না।

বঙ্গীয় মুছলমান জনসাধারণের মধ্যে কোরআনের শিক্ষাপ্রচারের আবশ্যকতা যে কতখানি, জাতি ও ধর্ম্মের নামে বিগলিতপ্রাণ সুধী সজ্জন ছাড়া তাহা বুঝিতে চেষ্টা করেন আর কয়জন? দীনাতিদীন আমরা, অতি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া এহেন অসাধ্য-সাধনে অগ্রসর হইয়াছি—একমাত্র আল্লার করুণার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া।

ইত্যগ্রে কোরআনের দু-একখানি পূর্ণ-অপূর্ণ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইলেও দরিদ্র দেশ-বাসীর পক্ষে উহার ক্রয় বাস্তবিকই সহজসাধ্য নহে। তাহা ছাড়া বাংলায় আরবী কোরআনের "উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের পরিচয়" আমাদের অনুবাদিত কোরআন ভিন্ন আর কোনটীতেই নাই;—ইহা আবহমানকালের যে একটী গুরু অভাবের পূরণ, একথা কে অস্বীকার করিবে? দয়াময় আল্লার অনুগ্রহে ভবিষ্যতে ইন্‌শা-আল্লাহ্ এ-কার্য্যে আমরা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।

হিন্দুস্থানের গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও মোফাচ্ছেরগণের, বিশেষতঃ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও কামেল হজরত মওলানা হাজী হাফেজ ও কারী শাহ্ মোহাম্মদ আশরফ আলী থানবী এবং সামছোল ওলামা হাফেজ ডেপুটী নজীর আহ্‌মদ ছাহেবের উর্দ্দু তরজমার ভাব, মর্ম্ম ও ধারার এবং কুত্রাপি হজরত মওলানা শাহ রফীউদ্দিন ছাহেবের তরজমার সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

মানুষের ভ্রম, ত্রুটী ও বিচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। অতএব কোন সূক্ষ্মদর্শী হৃদয়বান বিবেচক জ্ঞাতার চক্ষে উচ্চারণ, অর্থ বা টীকায় কোনও কিছু ভুল, ত্রুটী বা বিচ্যুতি পরিদৃষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ বাধিত ও সংশোধনের পক্ষে সচেষ্ট হইব। আমরা উচ্চারণ সম্বন্ধে সুহৃদবর্গের মূল্যবান অভিমতের দ্বারা উপকৃত হওয়ার একান্তই অভিলাষী।

মাদপুর,
পোঃ, সরিষা, ২৪-পরগণা

বিনীত—
মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ

Printed at : Progressive Printers & Binders
11-5, North Range, Park Circus, Calcutta.

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ

অমা- মেন্ দা—ব্বাতেন্ ফেল্-আর্দে ইল্লা- আলাল্লা-হে রে্যকোহা- অয়্যা'-লামো

আর যত কিছু (জীব) ভূমিতে চলা ফেরা করে তাহাদের খাদ্যাদি আল্লারই জেম্মায় রহিয়াছে (২) আর তিনিই জানেন

مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ط كُلٌّ فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○ وَهُوَ الَّذِيْ

মোছ্তাকার্রাহা- অমোছ্তাওদাআহা-, কুল্লোন্ ফী কেতা-বেম্ মোবীন। অহোঅল্লাজী

তাহাদের (জীবিতকালের) অবস্থিতি স্থলকে এবং (মৃত্যুর পরে) তাহাদের (মৃত্তিকায়) সঁপা যাওয়ার স্থলকে, সমস্ত কিছুই উজ্জল গ্রন্থ (অর্থাৎ লাওহে মাহ্ফুজ)-এর মধ্যে (লিখিত) রহিয়াছে। আর তিনিই (সর্ব্বশক্তিমান)

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَّكَانَ عَرْشُهُ

খালাকাছ্ছামা-ওয়া-তে অল-আর্দা ফী ছেত্তাতে আয়্যা-মেঁও অকা-না আর্শোহূ

যিনি) সৃজন করিয়াছেন আছমান ও জমিনকে ছয় দিবসে আর (তখন) তাঁহার (খোদায়ী) তখ্ত ছিল

عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ط وَلَئِنْ

আলাল্ মা—এ লেয়্যাব্লোঅ কুম্ আয়্ইয়োকুম্ আহ্ছানো আমালা-, অলাএন্

পানির উপরে (৩) (তিনি দুনিয়াকে এ-উদ্দেশ্যে সৃজন করেন) যাহাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন যে তোমাদের মধ্যেকার কাহার কার্য্য উত্তম, আর (হে নবি!) যদি

قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কোলতা ইন্নাকুম্ মাব্উছুনা মেম্বা'-দেল্ মাওতে লায়্যাকুলান্নাল্লাজীনা কাফারূ—

তুমি (ইহাদিগকে) বল যে তোমরা (সকলেই পুনর্ব্বার জীবিত অবস্থায়) উঠাইয়া দাঁড় করানো যাইবে মৃত্যুর পরে তাহা হইলে যাহারা মোন্কের (এ-কথা শুনামাত্র) নিশ্চয়ই (তাহারা) বলিবে যে (এই যাহা কিছু তুমি আমাদিগকে বুঝাইতেছ)

(২) আল্লাহ্ যে সমুদয় জীবের খাদ্যাদির জেম্মা নিজের উপর লইয়াছেন, এই ওয়াদা তিনি এই-ভাবে পুরণ করিয়াছেন যে, পৃথিবীতে আর্দ্র, শুষ্ক, পর্ব্বত ও বন এবং লোকালয় ও পানি এবং বাতাস, ফলকথা, যে কোন প্রাণী যে-স্থানেই থাকুক না কেন, তথায় তাহার খাদ্যাদি মওজুদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু "চেষ্টা" শর্ত্ত রহিয়াছে। আর প্রত্যেক জীবের অবস্থানুযায়ী তাহার অভাবপূরণক্ষেত্রও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

কোন কোন লোক আল্লার এই নিয়মের মর্ম্ম না বুঝিয়া চেষ্টায় ক্রটী করিয়া থাকে এবং সেই ক্রটীকে তাহারা "তাওয়াক্কোল্" অর্থাৎ আল্লার প্রতি নির্ভরশীলতা মনে করে এবং "লায়্ছা লেল্ এন্ছা-নে ইল্লা- মা- ছাআ" (অর্থাৎ মানুষের চেষ্টা বিফল যায়না)কে ভুলিয়া যায়।

(৩) মর্ম্ম এই যে, আল্লাহ্ পানীর উপর সমাসীন ছিলেন। সমাসীন থাকাত স্বয়ং আল্লার বাণী দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু উহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে আমরা অবগত নহি। উহা এজন্য যে, আল্লাহ আমাদিগকে তাহা জানান নাই। আর জানান নাই এ-জন্য যে, এ সমস্ত [illegible]ষয় আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত। যথা—"অমা-উতীতুম্ মেনাল্ এল্মে ইল্লা- কালীলা-" অর্থাৎ আমি তোমাদিগকে সামান্যই জ্ঞান দান করিয়াছি।

إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ

ন্ হা-জা— ইল্লা- ছেহ্‌রোম্ মোবীন। অলাএন আখ্‌খার্‌না- আন্‌হোমোল আজা-বা
ইহা ত সুস্পষ্ট যাদু (গরদিগেরই মত কথা)। (৪) আর যদি আমি মুলতবী (৫) রাখি আজাব
(নাজেল করা) ইহাদের হইতে

إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ

এলা— উম্মাতেম্ মা'-দূদাতেল্ লায়্যাকূলোন্‌না মা- য়্যাহ্‌বেছোহূ, আলা- য়্যাওমা
(ইহাদের এরূপ বলার পর) গণিত কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহা হইলে (ইহারা) নিশ্চয়ই বলিবে
যে কোন বস্তু আজাবকে বাধা দিতেছে, অবহিত হও যে দিবস

يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

য়্যা'-তীহিম্ লায়ছা মাছরূফান আন্‌হুম অহা-কা বেহিম্ মা কা-নূ বেহী য়্যাছ্‌তাহ্‌যেউন। ৫
ইহাদের প্রতি আজাব অবতীর্ণ হইবে (তৎপর) তাহা ইহাদের (উপর) হইতে (কাহারও দূরীকরণে) দূর
হইবার নহে আর ইহাদিগকে চিম্‌টিয়া বসিবে (সে-আজাব) যাহার (অর্থাৎ যে আজাবের)
সম্বন্ধে ইহারা ঠাট্টা করিত

৫/১ রুকু

وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ۚ

অলাএন্ আজাক্‌নাল্ এন্‌ছা-না মেন্‌না- রাহ্‌মাতান্ ছোম্মা নাযা'-না-হা- মেন্-হু,
আর যদি আমি মানুষকে আস্বাদ গ্রহণ করাই নিজের করুণার তারপর উহা (অর্থাৎ সেই নে,-মত)কে
মানুষ হইতে ছিনিয়া ল'ই, (তাহা হইলে মানুষ আমার দুর্নাম করিতে লাগিয়া যায়)

إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ۝ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ

ইন্‌নাহু লায়্যাউছোন্ কাফূর। অলাএন্ আজাক্‌না-হো না'-মা—আ বা'-দা দর্রা—আ
কারণ মানুষ (সামান্য কারণে) নিরাশ হইয়া যায় এবং নাশোকরী করে। আর যদি আমি মানুষকে
আরাম(এর আস্বাদ চাখাই (তাহাকে) কোন কষ্ট

مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ لَفَرِحٌ

মাছ্‌ছাৎহো লায়্যাকূলান্‌না জাহাবাছ্‌ছায়্যেয়াআ-তো আন্‌নী, ইন্‌নাহু লাফারেহোন্
পৌঁছবার পরে তাহা হইলে বলিতে থাকে যে (এক্ষণ) আমার (উপর) হইতে সকল কষ্ট বিদূরীত
হইয়াছে, কারণ মানুষ (খুবই শীঘ্র) খুশী হয়

فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم

ফাখূর ;—ইল্লাল্লাজীনা ছাবারূ অআমেলোছ্‌ছা-লেহা-তে, উলা—এক লাহুম্
(এবং) অহংকারী করে। কিন্তু যাহারা সহিষ্ণু এবং পুণ্যকার্য্য করিয়া থাকে (তাহাদের
এ-অবস্থা নহে), ইহারাই ইহাদের জন্য

(৪) অর্থাৎ যা[illegible]বিগণ যদ্রূপ প্রায়ই মিথ্যা, অন্তঃসারশূন্য দাবী করিয়া থাকে, "মৃত্যু অন্তে পুনরুজ্জীবিত হওয়া" তদ্রূপই মিথ্যা কথা।

مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌۢ بَعْضَ

মাগ্‌ফেরাতোঙ্‌ অআজ্‌রোন্‌ কাবীর। ফালাআল্‌লাকা তা-রেকোম্‌ বা'-দা

(আল্লার নিকটে) ক্ষমা এবং মহা পুরস্কার রহিয়াছে। (৫) অতএব (হে নবি!) আশ্চর্য্যের বিষয় (কিছু) নহে যে (তাহা লোকদিগকে শুনানোকালে) তুমি (তাহা হইতে) সামান্য কিছু ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা কর

مَا يُوْحٰۤى اِلَيْكَ وَضَآئِقٌۢ بِهٖ صَدْرُكَ اَنْ يَّقُوْلُوْا لَوْلَاۤ

মা- ইয়্যোউহা— এলায়্‌কা অদা—একোম্‌ .বহী ছাদ্‌রোকা আঁয়্‌য়্যাকূলূ লাওলা—

যে-অহী তোমার প্রতি নাজেল করা যাইতেছে এবং তাহার জন্য তোমার মন ছোট হয় যে (ইহারা) বলিয়া (না) বসে যে কেন

اُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَآءَ مَعَهٗ مَلَكٌ ؕ اِنَّمَاۤ اَنْتَ

ওন্‌যেলা আলায়্‌হে কান্‌যোন্‌ আও্‌ জা—আ মাআহূ মালাকোন্‌, ইন্‌নামা— আন্তা

এই ব্যক্তির উপর কোন ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয় নাই অথবা (এই ব্যক্তির নবুয়তের সত্যতার সাক্ষী রূপে) ইহার সহিত (আল্লার পক্ষ হইতে) কোন ফেরেশ্‌তা আগমন করে নাই কেন,
(হে নবি!) তুমি ত

نَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ وَّكِيْلٌ ؕ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ

নাজীর, অল্‌লা-হো আলা- কুল্লে শায়এঙ্‌ অকীল। আম্‌ য়্যাকূলূনাফ্‌তারা-হো

(ইহাদিগকে আল্লার আজাবের) ভয় প্রদর্শনকারী, আর প্রত্যেক বস্তু আল্লারই ক্ষমতাধীনে রহিয়াছে। (হে নবি! কাফেরগণ) বলিয়া থাকে কি যে তুমি কোরআনকে নিজের মন হইতে তৈয়্যারী করিয়াছ!

قُلْ فَاْتُوْا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهٖ مُفْتَرَيٰتٍ وَّادْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

কোল্‌ ফা' তূ বেআশ্‌রে ছোঅরেম্‌ মেছ্‌লেহী মোফতারায়্যা'-তেঙ অদ্‌উ মানেছ্‌তাতা'-তুম

তুমি (ইহাদিগকে) বল যে তাহা হইলে তোমরাও (যখন আরবী ভাষাভাষী, তখন) এই প্রকারের (তৈয়্যারী অধিক নহে) দশটী মাত্র ছুরা লইয়া আইস আর তোমরা আহ্বান কর (তোমাদের এই কার্য্যের সাহায্যার্থ) যাহাকে তোমাদের দ্বারা আহ্বান করা সম্ভব

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاِلَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْۤا

মেন্‌ দূনেল্‌লা-হে ইন কোন্তুম্‌ ছা-দেকীন। ফাইল্‌লাম্‌ য়্যাহতাজীবূ লাকুম্‌ ফা'-লামূ—

আল্লার ছাড়া (নিজেদের দাবীতে) যদি তোমরা সত্যবাদী হও (যে আমি এই কোরআন নিজের মন হইতে তৈয়্যারী করিয়াছি)। অনন্তর (তোমাদের সাহায্যকারীগণ) যদি তোমাদের কথামত কাজ না করিতে পারে তবে তোমরা জ্ঞাত থাক যে

---

(৫) এস্থলে আল্লাহ মানুষের অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন—যাহার জন্য ফারছীর একটী উপমা মশ্‌হুর রহিয়াছে :— زود فربه زود لاغر "এখনই হৃষ্টপুষ্ট, এখনই শীর্ণকায়।"

أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَهَلْ

আন্‌নামা— ওন্‌যেলা বেএলমেল্‌লা-হে অআঁল্‌লা—এলা-হা- ইল্লা- হোওয়া, ফাহাল্

(কোরআন) আল্লারই এল্‌ম হইতে নাজেল হইয়াছে আর (জ্ঞাত থাক) ইহা যে তাঁহার ছাড়া কেহই মা'-বুদ (অর্থাৎ এবাদতের যোগ্যপাত্র) নাই, অতএব তোমরা কি

أَنتُم مُّسْلِمُونَ ۝ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

আন্তম্ মোছ্‌লেমুন। মান্ কা-না ইয়্যোরীদোল্ হায়্যা-তাদ্দোন্‌য়্যা- অযীনাতাহা-

(এই বিতর্কের মীমাংসা হওয়া সত্ত্বেও) এছলাম গ্রহণ করিতেছ ? যাহাদের পার্থিবজীবন এবং পার্থিব শোভন লক্ষ্য হইয়া থাকে

نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝

নোঅফ্‌ফে এলায়হিম্ আ'-মা-লাহুম ফী-হা অহুম ফী-হা- লা- ইয়্যোব্‌খাছুন।

আমি তাহাদিগকে তাহাদের কার্য্যাবলী পৃথিবীতে পরিপূর্ণরূপে পূরণ করিয়া দিয়া থাকি আর তাহারা পৃথিবীতে (কোন প্রকার) অপ্রতুলতার মধ্যে থাকে না। (৬)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ

উলা—একাল্লাজীনা লায়ছা লাহুম্ ফেল্-আ-খেরাতে ইল্লান্‌না-র্, অহাবেতা

ইহারা সেই লোক যাহাদের জন্য পরকালে দোজখ ছাড়া আর কিছু নাই, আর নষ্ট হইয়াছে

مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ

মা- ছানাউ ফী-হা- অবা-তেলোম্ মা- কানূ য়্যা'-মালুন। আফামান্ কা-না আলা-

যে (সৎ)কার্য্য ইহারা পৃথিবীতে করিয়াছে আর (পরকালে) ইহাদের কার্য্যকরণ সমস্তই বাতীল। অতএব যে ব্যক্তি কি রহিয়াছে

بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ

বায়ইয়্যেনাতেম্ মের্‌রাব্বেহী অয়্যাৎলুহো শা-হেদোম্ মেন্‌হো অমেন্ কাব্‌লেহী কেতা-বো

নিজের প্রতিপালকের সুস্পষ্ট পথের উপর আর তাহার পশ্চাতে আইসে জনৈক সাক্ষী তাঁহার পক্ষ হইতে (অর্থাৎ স্বয়ং উহার অন্তঃকরণ এবং উপযুক্ত জ্ঞান) এবং কোরআন হইতে অগ্রে (উহার পথপ্রদর্শন জন্য) মুছার কেতাব

مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمَن يَكْفُرْ

মূছা— এমা-মাঙ্‌ অরাহ্‌মাহ্, উলা—একা ইয়্যো'-মেনূনা বেহী, অমাঁই য়্যাক্‌ফোর্

থাকে যাহা (ইহার সত্যতার সাক্ষীদাতা এবং দীনের) পথ প্রদর্শক এবং (আল্লার) রহ্‌মত স্বরূপ, (এরূপ লোক কি কোরআনের মোন্‌কের হইতে পারে, কখনই না, বরং) ইহারা ত কোরআনের উপর ঈমান আনিয়া থাকে, আর যে ব্যক্তি মোন্‌কের হয়

(৬) অর্থাৎ—তাহারা কিছু না কিছু উপার্জ্জনই করিয়া থাকে। এমতাবস্থায় তাহারা যদ্রূপ নিজেদের আমল নষ্ট করে, অনুরূপই তাহাদের পার্থিব সম্পদাদি স্বল্পস্থায়ী ও নিষ্ফল।

بِهٖ مِنَ الْاَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهٗ ۚ فَلَا تَكُ فِيْ مِرْيَةٍ

বেহী মেনাল্ আহ্যা-বে ফান্নারো মাওয়ে:দাহু, ফালা- তাকো ফী মের্য়্যাতেম্

কোরআনের—(অপর) দলগুলির মধ্য হইতে তাহার শেষ ঠিকানা রহিয়াছে দোজখ, (৭) অতএব (হে নবি!) তুমি (যেন কোন প্রকার) সন্দেহের মধ্যে থাকিওনা

مِّنْهُ ۚ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

মেন্হো, ইন্নাহোল্-হাক্কো মের্রাব্বেকা অলা-কেন্না আক্ছারান্না-ছে লা- ইয়োমেনূন।

উহা হইতে, ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই যে উহা বরহক (এবং) তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে (তোমার প্রতি নাজেল হইয়াছে) কিন্তু অধিকাংশ লোক (ইহার প্রতি) ঈমান আনে না।

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ؕ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُوْنَ

অমান্ আজ্লামো মেম্মানেফ্তারা- আলাল্লা-হে কাজেবা-, উলা—এক। ইয়ো'-রাদূনা

আর যে ব্যক্তি আল্লার প্রতি মিথ্যা মিথ্যা দোষারোপ করে তাহা অপেক্ষা বড় জালেম (আর) কে? ইহারাই হাজির করা যাইবে

عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُوْلُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا

আলা- রাব্বেহিম্ অয়্যাকুলোল্ আশ্হা-দো হা—উলা—এল্লাজীনা কাজাবু

(কেয়ামত-দিবসে) ইহাদের প্রতিপালকের দরবারে এবং সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে (ইহারা) তাহারাই যাহারা মিথ্যা বলিত (৮)

عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ

আলা-রাব্বেহিম্, আলা লা'-নাতোল্লা-হে আলাজ্জা-লেমীন;—আল্লাজীনা য়্যাছোদ্দূনা

নিজেদের প্রতিপালকের প্রতি, হুশীয়ার হও (সেই) জালেমদিগেরই প্রতি আল্লার মার—যাহারা বাধাপ্রদান করিয়া থাকে (লোকদিগকে)

---

(৭) অত্র আয়তের ইশারা সম্ভবত: য়িহুদীগণের দিকে রহিয়াছে, আর বর্ত্তমানকালের য়িহুদীগণকে সেই য়িহুদীগণের তুলনা দিয়া বাধ্য করান হইতেছে—যাহারা মুছলমান হইয়া গিয়াছিল। তৎকালে যে সকল য়িহুদী মুছলমান হইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনটী বিষয় এছলাম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। যথা—(১) এছলামের নিরাপদতা, সহজতা ও পরিচ্ছন্নতা। কারণ এছলামের মধ্যে কোন প্রকারের কুটীলতা নাই। (২) জ্ঞানের সাক্ষ্য এই যে, এছলাম জ্ঞানের বিপরীত কোন কিছু শিক্ষা দেন না। (৩) তওরাত কেতাব, য়িহুদীগণ যাহার প্রতি পরিপক্ব বিশ্বাসী ছিল, সেই তওরাত গ্রন্থে রছুলে-খোদা (দ:) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। আর কোরআন এবং তওরাত উভয়েরই দীন সম্বন্ধীয় মূল নীতি একই, যদি কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তাহা শাখা-প্রশাখা বিষয়ে।

যে সকল য়িহুদী মুছলমান হয় নাই, তাহারাও যদি এই তিনটী বিষয়ের প্রতি বিচারসহ লক্ষ্য করে, তবে নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে মুছলমান হইতে হইবে।

(৮) সাক্ষী অর্থে ফেরেশতা—যাহারা বান্দার সদাসৎ আমলের লেখক। অথবা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ—যেগুলি কেয়ামত-দিবসে মানুষের সামনা-সামনী সাক্ষ্য প্রদান করিবে। অথবা রছুল।

عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

আন্ ছাবীলেল্লা-হে অয়্যাবগুনাহা- এওয়াজা-, অহুম্ বেল্-আ-খেরাতে হুম্ কা-ফেরূন।

আল্লার পথ (আচরণ করা) হইতে এবং উহাতে বক্রতা (উৎপাদনের) ইচ্ছা করে, আর ইহারাই যাহারা পরকালের(ও) মোন্‌কের।

اُولٰٓئِكَ لَمْ يَكُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ

উলা—একা লাম্ য়্যাকূনূ মো'-জেযীনা ফেল্-আর্‌দে অমা- কা-না লাহুম্ মেন্

এই লোকেরা না-ত দুনিয়াতেই ইহারা (আল্লাহ্‌কে) হারাইতে পারিল আর না আছে ইহাদের জন্য

دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَآءَ ۘ يُضٰعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ؕ مَا كَانُوْا

দূনেল্লা-হে মেন আওলেয়্যা—আ, ইয়ো দা-আফো লাহোমোল্ আজা-ব্, মা- কা-নূ

আল্লার ছাড়া কেহ সাহায্যকারী, ইহাদের প্রতি ডবল আজাব হইতে থাকিবে, কারণ

يَسْتَطِيْعُوْنَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْا يُبْصِرُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا

য়্যাছ্‌তাতীউনাছ্‌ছাম্‌আ অমা- কা-নূ ইয়োবছেরূন। উলা—একাল্লাজীনা খাছেরূ—

(ইহার হিংসা বসতঃ) না-ত (হক-কথা) শুনিতে পারিত আর ন (সোজা পথ) ইহাদের দৃষ্টি-জ্ঞানে আসিত। এই লোকেরাই যাহারা ক্ষতি সাধন করিয়াছে

اَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ۝ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ

আন্‌ফোছাহুম অদল্লা আনহুম্ মা- কা-নূ য়্যাফ্‌তারূন। লা- জারামা আন্‌নাহুম

(নিজেরা) নিজেদের এবং (পরকালে) ইহাদের হইতে গত-অতীত হইয়াছে যাহা ইহারা (দুনিয়ায়) মিথ্যারোপ করিত। নিঃসন্দেহ পরকালে (সকলের অপেক্ষা)

فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

ফেল্-আ-খেরাতে হোমোল্ আখ্‌ছারূন। ইন্‌নাল্লাজীনা আ-মানূ অআমেলোছ্-

ইহারাই ক্ষতির মধ্যে হইবে। অবশ্য যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং (ঈমান আনা ছাড়া তাহারা) সৎ

الصّٰلِحٰتِ وَاَخْبَتُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ ۙ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ

ছা-লেহা-তে অআখ্‌বাতূ—এলা- রাব্বেহিম্, উলা—একা আছ্‌হা-বোল্ জান্নাহ, হুম্

কার্য্য(ও) করিয়াছে এবং নিজেদের প্রতিপালকের দিকে নম্রতা প্রকাশ করে, ইহারাই বেহেশ্‌তী লোক, ইহারা

وقف لازم

فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْاَعْمٰى وَالْاَصَمِّ وَالْبَصِيْرِ

ফী-হা- খা-লেদুন। মাছালোল্ ফারীক্বায়্‌নে কাল্-আ'-মা- অল্-আছাম্মে অল্-বাছীরে

বেহেশ্‌তে চিরকাল থাকিবে। দুই দলের (অর্থাৎ কাফের ও মুছলমানদিগের) উপমা—অন্ধ এবং বধির এবং দৃষ্টিশক্তি বিশিষ্ট

৫
২
২
রুকু

وَالسَّمِيْعِ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝ وَلَقَدْ

অছ্‌-ছামীএ, হাল্ য়্যাছ্‌তাভেয়্যা-নে মাছালান্, আফালা- তাজাক্কারূন। ৫ ওলাকাদ্

ও শ্রবণশক্তি বিশিষ্টেরই অনুরূপ, উভয়ের মেছাল একই সমান হইতে পারে কি? তোমরা কি চিন্তা কর না? আর অবশ্য নিশ্চয়ই

اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖٓ اِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ اَنْ لَّا

আর্‌ছাল্‌না- নূহান্ এলা- ক্বাওমেহী— ইন্‌নী লাকুম্ নাজীরোম্ মে বীন ;— আঁল্‌লা-

আমি নূহকে উহার কওমের দিকে (পয়গম্বর করিয়া) পাঠাইয়াছিলাম (নূহ নিজের কওমের লোকের নিকটে বলিল—) আমি তোমাদিগকে (আল্লার আজব হইতে) সুস্পষ্ট ভয় দেখাইতে আসিয়াছি। (আর আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছি যে) তোমরা করিও না

تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

তা'-বোদূ— ইল্‌লাল্‌লা-হা, ইন্‌নী— আখা-ফো আলায়্‌কুম্ আজা-বা য়্যাওমেন্

আল্লার ছাড়া (অন্য কাহারও) এবাদৎ, (যদি এরূপ কর তবে) আমার তোমাদের সম্বন্ধে (খুবই) ভয় রহিয়াছে এক ব্যথাদায়ক আজাবে

اَلِيْمٍ ۝ فَقَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ مَا نَرٰىكَ اِلَّا

আলীম। ফাক্বা-লাল্ মালাওল্লাজীনা কাফারূ মেন্ ক্বাওমেহী-মা- নারা-কা ইল্লা-

দিনের। ইহাতে নূহের কওমের দলপতিগণ যাহারা (নূহকে) মানিত না বলিতে থাকে যে আমাদের ত তোমাকে

بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا

বাশারাম্ মেছ্‌লানা- অমা- নারা-কাৎতাবাআকা ইল্লাল্লাজীনা হুম্ আরা-জেলোনা-

আমাদের মত মানুষ বিবেচিত হইতেছে আর আমরা ত দেখিতেছি তোমাকে সেই লোকেরাই তোমার অনুগামী হইয়া গিয়াছে যাহারা আমাদের মধ্যের নীচ

بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ

বা-দেয়্যার্রা'-য়ে, অমা- নারা- লাকুম্ আলায়্‌না- মেন্ ফাদ্‌লেম্ বাল্ নাজো‌ন্নোকুম

সাধাসিধা জ্ঞানে, আর (হে নূহ!) আমরা ত তোমাদের মধ্যে আমাদের প্রতি কোনও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইতেছি না, বরং আমরা তোমাদিগকে

كَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

কা-জেবীন। ক্বা-লা য়্যা-ক্বাওমে আরাআয়্তুম্ ইন্ কোন্তো আলা- বায়্য়েনাতেম্

মিথ্যুক মনে করি। (নূহ্) বলিল—ভ্রাতৃগণ! তোমরা দেখিয়াছ কি যদি আমি সুস্পষ্ট পথে থাকি

مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ

মের্রাব্বী অআ-তা-নী রাহ্মাতাম্ মেন্ এন্দেহী ফাওম্মেয়্যাৎ আলায়কুম,

আমার প্রতিপালকের আর তিনি (যদি) আমাকে তাঁহার সরকার হইতে (পয়গাম্বরী) নে'মত দান করিয়া থাকেন তারপর সেই পথ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়, তাহা হইলে কি আমি

أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ۝ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ

আনোল্‌যেমোকোমূহা- অআন্তুম্ লাহা- কা-রেহুন। অইয়্যা-কাওমে লা—আছআলোকুম্

তাহা (জবরদস্তী) তোমাদের ঘাড়ে চাপাইব অথচ তোমরা তাহাকে না পছন্দ করিয়া থাক! আর হে ভ্রাতৃগণ! আমি চাহিনা তোমাদের নিকটে

عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا

আলায়হে মা-লা-, ইন্ আজ্‌রেয়্যা ইল্লা আলাল্লা-হে অমা--- আনা-

এই বুঝাইবার দরুণ টাকা পয়সা, আমার পারিশ্রমিক ত কেবল আল্লরই উপর রহিয়াছে আর আমি না ত

بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي

বেতারেদেল্লাজীনা আ-মানূ, ইন্নাহুম্ মোলা-কু রাব্বেহিম্ আলা-কেন্নী---

সেই লোকদিগকে যাহারা ঈমান আনিয়া চুকা য়াছে (নিজের নিকট হইতে) বাহির করিয়া দিতে পারি, কারণ উহাদের(ও) উহাদের প্রতিপালকের নিকটে উপস্থিত হইতে হইবে (এরূপ না হয় যে আল্লার নিকটে ফরিয়াদ করিয়া বসে) আর কিন্তু আমি

أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۝ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ

আরা'কুম্ ক্বাওমান্ তাজ্‌হালূন। অইয়্যা-ক্বাওমে মাঁয়্-য়্যান্‌ছোরোনী মেনাল্লা-হে

তোমাদিগকে দেখিতেছি যে তোমরা (অযথা) মূর্খামী করিতেছ। আর হে ভ্রাতৃগণ! আল্লার সম্মুখে কে আমার সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হইবে

إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي

ইন্ তারাৎতোহুম, আফালা- তাজাক্কারুন। অলা--- আকূলো লাকুম এন্দী

যদি আমি উহাদিগকে বাহির করিয়া দিই, তোমর কি (এতটুকু কথাও) বুঝনা? আর আমি তোমাদের কাছে দাবী করিনা যে আমার নিকটে

خَزَآئِنُ اللّٰهِ وَلَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ اِنِّىْ مَلَكٌ

খাযা—এনোল্লা-হে অলা— আ'-লামোল্-গায়্বা অলা— আকূলো ইন্নী মালাকোঙ,

আল্লার ধন-ভাণ্ডার রহিয়াছে আর না (আমি এই দাবী করিতেছি যে) আমি গোপন-তথ্য অবগত আছি, আর না আমি (নিজের সম্বন্ধে) বলিতেছি যে আমি ফেরেশ্‌তা,

---

وَّلَآ اَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ تَزْدَرِىْٓ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُّؤْتِيَهُمُ

অলা— আকূলো লেল্লাজীনা তায্‌দারী—আ'-ইয়োনোকুম্ লায়্-ইয়ো'-তেয়া হোমোল্-

আর যাহারা তোমাদের চক্ষে হীন আমি তাহাদের সম্বন্ধে ইহাও বলি না যে আল্লাহ কখনই তাহাদের প্রতি

اللّٰهُ خَيْرًا اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ اِنِّىْٓ

লা-হো খায়্রা-, আল্লা-হো আ'-লামো বেমা-ফী— আন্‌ফোছেহিম, ইন্নী—

(নিজের) করুণা প্রকাশ করিবেন না, তাহাদের অন্তঃকরণের অবস্থা আল্লাহই বিশেষরূপ অবগত, (যদি আমি বাড়াবাড়ি ভাবে এরূপ কার্য্য করি তবে) তদবস্থায় আমি

اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ قَالُوْا يٰنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَاَكْثَرْتَ

এজাল্-লামেনাজ্জা-লেমীন। ক্বা-লূ ইয়্যা-নূহো ক্বাদ্ জা-দাল্‌তানা- ফাআক্‌ছারতা

জালেমদিগের মধ্যেকার একজন (জালেম)। উহারা বলিল হে নুহ্! তুমি আমাদের সহিত বিস্তর ঝগড়া করিয়াছ

جِدَالَنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

জেদা-লানা- ফা'-তেনা- বেমা- তা'য়েদোনা— ইন কোন্তা মেনাছ্‌ছা-দেকীন।

অতএব তুমি তাহা আমাদের প্রতি লইয়া আইস যাহা (অর্থাৎ যে আজাব) হইতে আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ যদি তুমি সত্য (নবী) হও।

قَالَ اِنَّمَا يَاْتِيْكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَآءَ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

ক্বা-লা ইন্নামা- য়্যা'-তীকুম্ বেহেল্লা-হো ইন্ শা—আ অমা— আন্তুম্ বেমো'-জেযীন।

(নুহ) বলিল আল্লার মঞ্জুর হইলে তিনিই তোমাদের প্রতি আজাব নাজেল করিবেন আর তোমরা (তাঁহাকে) হারাইতে(ও) পারিবে না।

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِىْٓ اِنْ اَرَدْتُّ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ

অলা-য়্যান্‌ফায়োকুম্ নোছ্‌হী— ইন্ আরাৎতো আন্ আন্‌ছাহা লাকুম্ ইন্ কা-নাল্লা-হো

আর আমার উপদেশ তোমাদের (কিছুই) কাজে আসিবে না আমি তোমাদের (যতই) কল্যাণ-ইচ্ছুক হ'ই যদি আল্লার

يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

ইয়োরীদো আঁয়্-ইয়োগ্‌ভেয়্যাকুম্, হোওয়া রাব্বোকুম্; অএলায়্‌হে তোর্‌জাউন।

ইচ্ছা থাকে তোমাদের (সরল পথ হইতে) পথ-বিচ্যুতিকরণের, তিনিই তোমাদের প্রতিপালক, আর তাঁহারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন রহিয়াছে।

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا

আম্ য়্যাকূলূনাফ্‌তারাহো, কোল্ এনেফ্‌তারায়্‌তহু ফাআলায়য়্যা এজ্‌রা-মী অআনা-

(হে নবি! যদ্রূপ নূহের কওম নূহকে মিথ্যা জানিয়াছিল, সেইরূপ মক্কার কাফেরগণও কি তোমাকে মিথ্যা জানিতেছে এবং তোমার প্রতি বাদ-প্রতিবাদ করিতেছে এবং) বলিতেছে কি যে কোরআনকে এই ব্যক্তি (অর্থাৎ তুমি) নিজে তৈয়ারী করিয়াছে, (হে নবি! তুমি উহাদিগকে) উত্তর দাও যে যদি কোরআন আমি স্বয়ং বানাইয়া থাকি তাহা হইলে আমার গোনাহ্ আমার প্রতি আর আমি

بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ ۝ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ

বারী—ওম্ মেম্মা- তোজ্‌রেমূন। ৪ অউহেয়্যা এলা- নূহেন্ আন্নাহু লাঁয়্-ইয়ো'-মেনা

তাহা হইতে (জেম্মার) বাহিরে—তোমরা যে (অযথা মিথ্যা জানার) গোনাহ্ করিতেছ। আর নূহের দিকে অহী পাঠানো হইয়াছিল যে যাহারা ঈমান আনিয়া চুকিয়াছে

৪
৩
৩
রুকু

مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

মেন্ কাওমেকা ইল্লা- মান্ কাদ্ আ-মানা ফালা- তাব্‌তায়েছ্ বেমা- কা-নূ য়্যাফ্‌আলুন।

তোমার কওমের মধ্যে তাহাদের ছাড়া এক্ষণ কখনই কেহ ঈমান আনিবে না অপিচ তুমি (তাহার জন্য) দুঃখ করিওনা—যদ্রূপ যদ্রূপ (কু)কার্য্য ইহারা করিতেছে।

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ

অছ্‌নায়েল্ ফোল্‌কা বেআ'-ইয়োনেনা- অ-অহ্‌ইয়েনা-অলা- তোখা-তেব্‌নী ফেল্লাজীনা

আর তুমি প্রস্তুত করিতে থাক একটী নৌকা আমার তত্ত্বাবধানে এবং আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী আর অবাধ্য লোকদিগের সম্বন্ধে আমার নিকটে কোনও প্রার্থনা আদি করিওনা,

ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ۝ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ

জালামূ, ইন্নাহুম্ মোগ্‌রাকূন। অয়্যাছ্‌নায়োল্-ফোল্‌কা, অকোল্লামা-মার্রা আলায়্‌হে মালাওম

কারণ উহারা নিশ্চয়ই ডুবিয়া মরিবে। আর (নূহ) নৌকা তৈয়ারী করিতেছিল, আর যখনই নূহের নিকট দিয়া যাইত নূহের কওমের

مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ

মেন্ কাওমেহী ছাখেরূ মেন্‌হো, কা লা ইন্ তাছ্‌খারূ মেন্না- ফাইন্না- নাছ্‌খারো মেন্‌কুম্

বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তখনই নূহের প্রতি ঠাট্টা করিত, নূহ্ (উহাদের ঠাট্টার এই) উত্তর দিত যে যদি (আজ) তোমরা আমাদের প্রতি ঠাট্টা করিতেছ তবে (অনুরূপই) আমরাও (একদিন) তোমাদের প্রতি ঠাট্টা করিব

كَمَا تَسْخَرُونَ ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ

কামা- তাছ্খারূন। ফাছাওফা তা'-লামূনা, মাঁয়্-য়্যা-তীহে আজা-বোঞ্ ইয়োখ্যীহে

যদ্রূপ তোমরা (আমাদের প্রতি) ঠাট্টা করিতেছ। অপিচ অল্পদিন পরেই তোমরা জানিতে পারিবে, কে সেই ব্যক্তি যে উপস্থিত হয় তাহার প্রতি শাস্তি যাহা তাহাকে অপদস্থ করিবে

وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا

অয়্যাহেল্লো আলায়্হে আজা-বোম্ মোকীম্। হাৎতা— এজা- জা—আ আম্‌রোনা-

এবং (কেয়ামতে) চিরস্থায়ী আজাব তাহার মাথার উপর পড়ে।—এ পর্যন্ত যে যখন আমার (আজাবের) নির্দ্দেশ আসিয়া পৌছিল

وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ

অফা-রাৎতান্নূরো, কোল্নাহ্‌মেল্ ফী-হা- মেন্ কুল্লেন যাওজায়্নেছ্নায়্নে অআহ্‌লাকা

এবং (আল্লার ক্রোধের) তন্দুর উথলিয়া উঠিল তখন আমি (নূহকে) হুকুম দিলাম যে প্রত্যেক প্রকার(-এর জীব) হইতে (স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয়) দুই দুই-এর জোড়া আর যাহার সম্বন্ধে (আমার) প্রথমে কথা হইয়া গিয়াছে (যে সে ধ্বংস হইবে) তাহাকে ছাড়িয়া নিজের

إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ

ইল্লা-মান্ ছাবাকা আলায়্হেল্ কাওলো অমান্ আ-মানা, অমা— আ-মানা মাআহু—

(সমস্ত) গৃহবাসী এবং (উহাদের ছাড়া) অন্য যে ব্যক্তি ঈমান আনিয়া চুকিয়াছে (উহাদের সকলকে) নৌকায় বসাইয়া লও, আর উহার সাথে ঈমানও মাত্র

إِلَّا قَلِيلٌ ۝ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ۚ

ইল্লা- কালীল। অকা-লার্‌কাবূ ফী-হা- বেছ্‌মেল্লা-হে মাজ্‌রাহা- অমোর্‌ছা-হা-,

অল্প সংখ্যকই আনিয়াছিল। আর (নূহ্ নৌকায় আরোহণকারীগণকে) বলিল তোমারা আরোহণ কর নৌকায় বেছ্‌মিল্লা-হে মাজ্‌রীহা- অমোরছা-হা- (পড়িতে পড়িতে) ;

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ

ইন্না রাব্বী লাগাফূ-রোর্‌রাহীম। অহেয়্যা তাজ্‌রী বেহীম্ ফী মাওজেন্ কাল্-জেবা-লে,

নিঃসন্দেহ আমার পালনকারী নিশ্চয়ই ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯) আর নৌকা পাহাড় সদৃশ (উচ্চ) তরঙ্গমালার মধ্যে নূহ এবং উহার সঙ্গীদিগকে লইয়া চলিয়া যাইতেছিল,

(৯) মুছলমান আমরা আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে "বেছ্‌মিল্লা-হের্‌রাহ্‌মা-নের্‌রাহীম" কিম্বা কেবল "বেছ্‌মিল্লাহ্" বলিবার দস্তুর রহিয়াছে। কিন্তু নৌকা অথবা ষ্টীমার কিম্বা জাহাজে আরোহণ করা কালে "বেছমিল্লা-হের্‌রাহমা-নের্‌রাহীম্" স্থলে, কিম্বা "বেছমিল্লা-হ্" স্থলে "বেছমিল্লা-হে মজ্‌রীহা- অমোর্‌ছা-হা-" বলা দরকার। মূল কথা হইতেছে এই যে, হজরত নূহ নবী লোকদিগকে বলিয়াছিলেন যে, বেছমিল্লা-হ তোমরা আরোহণ কর। 'বেছমিল্লা-হে মাজ্‌রীহ- অ মোর্‌ছা-হা'-র

وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا

অনা-দা নূহোনেব্‌নাহু অকা-না ফী মা'যেলেই ইয়্যা-বোনায়য়্যার্‌কাব্‌ মাআনা-

আর নূহের পুত্র (উহাদের হইতে) পৃথক ছিল তখন নূহ তাহাকে ডাকিল যে হে পুত্র! আমাদের সঙ্গে (নৌকায়) আরোহণ কর

وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي

অলা- তাকোম্‌ মাআল্‌ কা-ফেরীন। কা-লা ছাআ-ভী— এলা- জাবালেই-য়্যা'-ছেমোনী

এবং কাফেরদিগের সঙ্গী হইও না (নূহের পুত্র) বলিল আমি এখনই (তোমাদের দেখিতে দেখিতে সাঁতরাইয়া) কোনও পাহাড়ের আশ্রয়ে যাইয়া পৌছিতেছি সেই-ই আমাকে রক্ষা করিবে

مِنَ الْمَاءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا

মেনাল্‌-মা—এ, কা-লা লা- আ-ছেমাল্‌-য়্যাওমা মেন আম্‌রেল্‌লা-হে ইল্‌লা

(তুফানের) পানি হইতে, (নূহ) বলিল, অদ্যকার দিনে আল্লার গজব হইতে কেহই রক্ষাকারী নাই কিন্তু

مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ۝

মার্‌রাহেম্‌, অহা-লা বায়্‌না'হোমাল্‌ মাওজো ফাকা-না মেনাল্‌ মোগ্‌রাকীন।

আল্লাহ যাহার প্রতি নিজের রহম করেন, আর (পিতা-পুত্রে এই কথা কহিতেছিল এমনি সময়ে হঠাৎ) উভয়ের মধ্যস্থলে এক প্রবল তরঙ্গ আসিয়া পৌছিল তখন অন্যান্য লোকের সাথে নূহের পুত্রকেও ডুবাইয়া দেওয়া হইল।

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ

অকীলা ইয়্যা—আর্‌দোব্‌লায়ী মা—আকে অইয়্যা- ছামা---য়ো আক্‌লেয়ী অগীদাল্‌-

এবং হুকুম করা হইল যে হে মৃত্তিকা তুমি তোমার পানি টানিয়া লও আর হে আকাশ থামিয়া যাও আর পানি(র প্রবলতা) কমিয়া

الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا

মা---য়ো অকোদেয়্যাল্‌-আম্‌রো অছ্‌তাওৎ আলাল্‌-জুদীয়্যে অকীলা বো'-দাল্‌-

গেল এবং (কওমের) কাজ শেষ করিয়া দেওয়া হইল আর নৌকা জুদীতে (জুদী পাহাড় বিশেষের নাম, ইহা দজ্‌লা ও ফোরাৎ নদীর মধ্যবর্ত্তী উপদ্বীপে অবস্থিত) যাইয়া দাঁড়াইল এবং বলিয়া দেওয়া হইল লা'নৎ হইতে থাকুক

শাব্দিক অর্থ হইতেছে "এই নৌকার গমন এবং স্থিতি আল্লার নামে", অর্থাৎ ইহার গমন ও স্থিতি হওয়া তাঁহারই হাতে ও ক্ষমতাধীনে। তিনি তাঁহার নামের বরকতে ইহাকে নিরাপত্তা সহকারে পারে পৌছিয়া দিন।

لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَنَادٰى نُوْحٌ رَّبَّهٗ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِىْ مِنْ اَهْلِىْ

লেল্ কাওমেজ্জা-লেমীন। অনা-দা- নূহোর্রাব্বাহু ফাক্বা-লা রাব্বে এন্নাব্নী মেন্ আহ্লী

জালেমগণের জন্য। আর (তখনও নূহের পুত্র ডুবিয়া মরে নাই এমত সময়ে) নূহ নিজের প্রতিপালককে ডাকিল এবং (তাঁহার দরবারে) আরজ করিল যে হে আমার প্রতিপালক আমার পুত্র(ও) আমার আহাল (ও আয়াল)-এর মধ্যে (সামিল),

وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ۝ قَالَ يٰنُوْحُ

অইন্না অ'-দাকাল্-হাক্কো অআন্তা আহ্কামোল্ হা-কেমীন। ক্বা-লা ইয়্যা- নূহো

আর আপনি যে (আমার আহাল ও আয়ালকে নাজাত দিবার) ওয়াদা করিয়াছিলেন (তাহা) সত্য, আর আপনি সকল বিচারক অপেক্ষা প্রধান বিচারক (আপনি আমার পুত্রকে নাজাত দিন)। আল্লাহ বলিলেন হে নুহ!

اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ فَلَا تَسْئَلْنِ

ইন্নাহু লায়ছা মেন্ আহ্লেক্, ইন্নাহু আমালোন্ গায়রো ছা--লেহেন্, ফালা- তাছআল্নে

তোমার পুত্র তোমার আহাল (ও আয়াল)-এর মধ্যে দাখিল নয়, কারণ উহার কার্য্য ভাল নহে, অতএব তাহার দরখাস্ত আমার নিকটে করিও না

مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۭ اِنِّىْ اَعِظُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ۝

মা- লায়ছা লাকা বেহী এলম্, ইন্নী— আএজোকা আন্ তাকুনা মেনাল্ জা-হেলীন।

যাহার অবস্থা সম্বন্ধে তোমার জানা নাই, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে জাহেলদিগের (মত) কথা বলিও না। (১০)

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ۭ

ক্বা-লা রাব্বে ইন্নী---আউজো বেকা আন্ আছআলাকা মা লায়ছা লী বেহী এলম্,

(নূহ আরজ করিল যে হে আমার প্রতিপালক আমি (এরূপ কার্য্য হইতে) আপনার আশ্রয়প্রার্থী হইতেছি যে যে-বস্তুর অবস্থা সম্বন্ধে আমার জানা নাই তৎসম্বন্ধে আপনার নিকটে দরখাস্ত করি,

(১০) যদ্রূপ সারা দুনিয়ার পিতৃগণের নিজ নিজ সন্তানের প্রতি অপত্যস্নেহ জাগ্রত থাকে এবং পিতা স্বাভাবিক ভালবাসার জন্য সন্তানের দোষ ত্রুটী সব সময়ই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে, কিম্বা তাহার দোষ ত্রুটিতে ভ্রূক্ষেপ করে না, তদ্রূপই অবস্থা নূহ পয়গাম্বরের নিজের পুত্রের সহিত ছিল। হজরত নূহ নবী শেষ পর্য্যন্ত পুত্রের পরিত্রানের জন্য দোআ প্রার্থনা করিতে থাকেন। আল্লাহ হজরত নূহকে সাবধান করিয়া দেন যে, হে নূহ! তুমি তোমার পুত্রের কার্য্যাবলীর বিচারকর্ত্তা হইতে পার না। আর তোমার পুত্রের শেষ পরিণতির খবরও তোমার জানা নাই যে, তোমার পুত্র কিরূপ কিরূপ ফাছাদ দাঁড় করাইবে। হে নূহ! যে বস্তু বাহ্যতঃ তোমাকে উত্তম বোধ হইতেছে, তাহার শেষ পরিণতি অতি জঘন্য।

وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قِيلَ

অইল্লা--- তাগ্ফের্লী অতার্হাম্নী--- আকোম্ মেনাল্ খা-ছেরীন্। ক্বীলা

আর যদি আপনি আমার দোষ ক্ষমা না করেন এবং আমার প্রতি রহম না করেন তাহা হইলে আমি (সম্পূর্ণ) বরবাদ হইয়া যাইবে। (তুফান হটিয়া যাইলে নূহকে) হুকুম করা হইল যে

يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمٍ

ইয়্যা- নূহোহ্বেৎ বেছালা- মেম্-মেন্না- অবার্.কা-তেন্ আলায়্.কা অআলা--- ওমামেম্

হে নূহ, আমার পক্ষ হইতে নিরাপদতা ও বরকত সহকারে নৌকা হইতে অবতরণ কর আর সেই বরকত সেই লোকদিগেরও সহিত জড়িত

مِمَّنْ مَعَكَ ۚ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ

মেম্মাম্ মাআক্, অওমামোন্ ছানোমাত্তেয়োহুম্ ছোম্মা য়্যাল ছ্ছোহুম্ মেন্না- আজা-বোন্

যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে রহিয়াছে, আর (তোমাদের পরে কিছু) অন্য লোক(ও) জন্মিবে যাহাদিগকে আমি (দুনিয়ার কতিপয় দিবসের) উপকার পৌছাইতে থাকিব পুনশ্চ (তাহাদের অবাধ্যতার কারণে পরকালে) আমার পক্ষ হইতে তাহাদিকেও ব্যথাদায়ক শাস্তি

أَلِيمٌ ۝ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ

আলীম। তেলকা মেন্ আম্বা---এল্ গায়্.বে নূহীহা--- এলায়্.কা, মা- কোন্তা

পৌছিবে। (হে নবি!) ইহা গায়েবের (কতিপয় বৃত্তান্ত যাহা অহীর দ্বারা আমি তোমাকে পৌছাইতেছি, ইহার (অর্থাৎ এই কোরআনের নাজেল হওয়ার) অগ্রে না-তো তুমি-ই

تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَاصْبِرْ ۖ إِنَّ

তা'-লামোহা--- আন্তা অলা-ক্বাও.মোকা মেন্ ক্বাব্লে হাজা-, ফাছ্.বের্, ইন্নাল্-

উহাদিগকে জানিতে আর না তোমার কওমের লোক (জানিত), অতএব তুমি ছবর কর, (১১) (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয়ই

الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ

আ-ক্বেবাতা লেল্-মোত্তাকীন। ৫ অএলা- আ-দেন্ আখা-হুম্ হুদান্, ক্বা-লা ইয়্যা-ক্বাও.মে'-

পরহেজগারদিগের পরিণাম উত্তম। আর আমি আদ-এর দিকে তাহাদেরই (স্বজাতি) ভ্রাতা হূদকে (পয়গাম্বর করিয়া) পাঠাইয়া ছিলাম, হূদ (নিজের কওমের লোকদিগকে) বুঝাইল যে ভ্রাতৃগণ!

৪/৪ রুকু

---

(১১) অর্থাৎ—এ সমস্ত তথ্যই কোরআনের আল্লার কেতাব হওয়ার দলীল। এতদ্সত্বেও যদি মক্কার কাফেরগণ মিথ্যা জানিতে থাকে, তবে তাহাদের কর্ত্তৃক নির্য্যাতনের প্রতি তুমি সহিষ্ণু থাকিও।

أُعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ ؕ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُوْنَ ○

বোদোল্লা-হা মা-লাকুম্ মেন্ এলা-হেন্ গায়রে হূ, ইন্ আন্তুম্ ইল্লা- মোফ্তারূন।

তোমরা আল্লাহরই এবাদৎ কর তাঁহার ছাড়া তোমাদের কেহই মা'বুদ নাই, (তোমরা আল্লার সাথে যে শরিক করিতেছ উহা) তোমরা (সুস্পষ্ট) মিথ্যা দোষারোপ করিতেছ।

يٰقَوْمِ لَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ؕ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا

ইয়্যা- কাওমে লা— আছআলোকুম্ আলায়হে আজ্‌রান্, ইন্ আজ্‌রেয়্যা ইল্লা-

হে ভ্রাতৃগণ! ইহারা (অর্থাৎ এই সদুপদেশ দানের) পরিবর্ত্তে আমি তোমাদের নিকটে ত কিছু পারিশ্রমিক চাহিতেছি না, আমার পারিশ্রমিক ত তাঁহারই

عَلَى الَّذِيْ فَطَرَنِيْ ؕ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ○ وَيٰقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ

আলাল্লাজী ফাতারানী, আফালা-তা'-কেলূন। অইয়্যা-কাওমেছ তাগ্‌ফেরূ রাব্বাকুম্

জেম্মায় রহিয়াছে যিনি আমাকে সৃজন করিয়াছেন, তোমরা কি (এতটুকু কথাও) বুঝ না। আর ভ্রাতৃগণ! তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমাদের প্রতিপালকের নিকটে (তোমাদের গত পাপরে জন্য)

ثُمَّ تُوْبُوْٓا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيَزِدْكُمْ

ছোম্মা তূ-বূ--- এলায়হে ইয়্যোর্‌ছেলেছ্ছামা---আ আলায়কুম্ মেদ্‌রা-রাঙ, অয়্যাযেদ্‌কুম্

তারপর তাঁহার হুজুরে তাওবাহ্ কর তিনি তোমাদের উপর খুবই বৃষ্টিযুক্ত মেঘ প্রেরণ করিবেন এবং (তিনি) বৃদ্ধি করিবেন

قُوَّةً إِلٰى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِيْنَ ○ قَالُوْا يٰهُوْدُ

কূওয়াতান্ এলা- কূওয়াতেকুম্ অলা- তাতাঅল্লাও মোজ্‌রেমীন। কালূ ইয়্যা-হূদো

তোমাদের শক্তিকে আরও আর তোমরা অবাধ্যতা করিয়া (তাঁহার সহিত) বিদ্রোহ করিও না। উহারা বলিল হে হূদ!

مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ بِتَارِكِيْٓ اٰلِهَتِنَا

মা- জে'-তানা- বেবায়য়েনাতেঙ অলা- নাহ্‌না বেতা-রেকী--- আ-লেহাতেনা-

তুমি আমাদের নিকটে (কোন) দলিলসহ তো আগমন কর নাই আর আমরা আমাদের মা'বুদগণকে ছাড়িতে পারি না

عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ○ إِنْ نَّقُوْلُ إِلَّا اعْتَرٰكَ

আন্ কাওলেকা অমা- নাহ্‌নো লাকা বেমো'-মেনীন। ইন্ নাকূলো এল্লা'-তারা-কা

তোমার কথায় এবং আমরা তোমার প্রতি ঈমান অনিতে(ও) পারি না। আমরা তো মাত্র ইহাই বুঝিতেছি যে তোমার প্রতি

بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْٓءٍ ؕ قَالَ اِنِّیْٓ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْٓا اَنِّیْ

বা'-দো আ-লেহাতেনা- বেছূ—এন, কা-লা ইন্নী— ওশ্‌হেদোল্লা-হা অশ্‌হাদূ—আন্নী

আমাদের মা'বুদগণের কাহারও মার পড়িয়াছে (যৎফলে তুমি এরূপ আবোল-তাবোল বকিয়া থাক), (হূদ) উত্তর করিল যে আমি আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করিতেছি এবং তোমারাও সাক্ষী থাক যে আমি তো

بَرِیْٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۙ مِنْ دُوْنِهٖ فَكِیْدُوْنِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُوْنِ ۝

বারী—ওম্ মেম্মা- তোশ্‌রেকূন। মেন্‌ দূনেহী ফাকীদূনী জামীআন্ ছোম্মা লা- তোন্‌জেরূন।

তাহা হইতে (সম্পূর্ণ) অসন্তুষ্ট—আল্লার ছাড়া তোমরা যে (অন্যান্য) শরিক স্থির করিতেছ। অতএব তোমরা সকলে মিলিয়া আমার সাথে তোমাদের দুর্ব্যবহার করিতে থাক এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ ؕ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا

ইন্নী তাওয়াক্কালতো আলাল্লা-হে রাব্বী অরাব্বেকুম্, মা- মেন্ দা—ব্বাতেন্ ইল্লা-

আমি তো আল্লারই প্রতি ভরসা রাখি (কারণ, তিনি) আমার(ও) প্রতিপালক এবং তোমাদের(ও) প্রতিপালক, যত প্রাণীই রহিয়াছে

هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِیَتِهَا ؕ اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝

হোওয়া আ-খেজোম্-বেনা-ছেয়্যা-তেহা-, ইন্না রাব্বী আলা- ছেরা-তেম্ মোছ্‌তাকীম।

সকলেরই ত ললাট তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, নিঃসন্দেহ আমার প্রতিপালক (ন্যায় বিচারের) সোজা পথে রহিয়াছেন। (১২)

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖٓ اِلَیْكُمْ ؕ

ফাইন্ তাওয়াল্লাও, ফাকাদ্ আব্‌লাগ্‌তোকুম্ মা—ওর্‌ছেলতো বেহী— এলায়্‌কুম্,

এতদ্‌সত্ত্বেও যদি তোমরা (তাঁহার হইতে) ঘুরিয়া যাও তাহা হইলে যে-নির্দ্দেশসহ আমি তোমাদের দিকে প্রেরিত হইয়াছি তাহা তো আমি তোমাদিগকে পৌঁছিয়া চুকিয়াছি,

وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَیْرَكُمْ ۚ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَیْـًٔا ؕ اِنَّ

অয়্যছ্‌তাখ্‌লেফো রাব্বী কাওমান্ গায়্‌রাকুম্, অলা- তাদোর্‌রূনাহূ শায়্‌আ, ইন্না

আর আমার প্রতিপালক তোমাদের ছাড়া অন্য লোককে তোমাদের স্থলে আনিয়া মওজুদ করিবেন, আর তোমরা তাঁহার কিছুই বিগড়াইতে পারিবে না, নিঃসন্দেহ

(১২) অর্থাৎ—দীনের যে-পথের উপর আল্লাহ্ নিজের বান্দাগণকে চালাইতে চাহেন, সেই পথই সরল পথ।

رَبِّىْ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ۝ وَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا

রাব্বী আলা- কুল্লে শায়্এন্ হাফীজ। অলাম্মা- জা—আ আম্‌রোনা- নাজ্জায়্না-

আমার পালনকারী সকল জিনিষের প্রতি লক্ষ্যধরী। আর যখন আমার নির্দ্দেশ আসিয়া পৌছিল তখন আমি নাজাত দিলাম

هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ

হূদাও্ অল্লাজীনা আ-মানূ মাআহূ বেরাহ্‌মাতেম্-মেন্‌না-, অনাজ্জায়্না হুম্ মেন্ আজা-বেন্

হূদকে এবং সেই লোকদিগকে যাহারা উহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল নিজ অনুকম্পায়, আর আমি উহাদের (সকল)কে রক্ষা করিলাম গাঢ়তর

غَلِيْظٍ ۝ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهٗ

গালীজ। অতেল্‌কা আ-দোন্ জাহাদূ বেআ-য়্যা-তে রাব্বেহিম্ অ-আছাও্ রোছোলাহূ

আজাব হইতে। আর (হে নবি! এই বস্তিগুলি যাহা তুমি দেখিতেছ) ইহারাই আদ (কওমের লোক) ইহারাই এন্‌কার করিয়াছিল ইহাদের পালনকারীর হুকুমের এবং তাঁহার রছুলগণের অবাধ্যাচরণ করিয়াছিল

وَاتَّبَعُوْٓا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝ وَاُتْبِعُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا

অত্তাবাউ— আম্‌রা কুল্লে জাব্‌বা রেন্ আনীদ। অওৎবেউ ফী হা-জেহোদ্দন্‌য়্যা-

এবং হুকুম অনুযায়ী চলিত প্রত্যেক ছেরকশ বক্রতাকারীর (অর্থাৎ আল্লার শত্রুর)। আর এই দুনিয়ায়(ও) ইহাদের পশ্চাতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে

لَعْنَةً وَّيَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اَلَآ اِنَّ عَادًا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ۗ

লা'-নাতাও্ অয়্যাও্‌মাল্-কেয়্যা-মাতে, আলা— ইন্‌না আ-দান্ কাফারূ রাব্বাহুম্,

লানৎ এবং কেয়ামত-দিবসেও, (সকলে) অবহিত হও আদ (কওম) তাহাদের পালনকারীর না-শোক্‌রী করিয়াছিল,

اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ ۝ وَاِلٰى ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ

আলা- বো'-দাল্-লেআ দেন্ কাওমে হূদ। ৫ অএলা- ছামূদা আখা-হুম্

(আর ইহাও) অবহিত হও আদ যাহারা হূদের কওমের লোক (আল্লার নিকট হইতে তাহাদিগকে) বিদূরিত করা গিয়াছে। আর আমি ছমুদের দিকে তাহাদের (স্বজাতি) ভ্রাতা

صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ

ছা-লেহান্॥ কা-লা ইয়্যা-কাওমে'-বোদোল্লা-হা মা- লাকুম্ মেন্ এলা-হেন্ গায়্‌রোহূ

ছালেহ্‌কে (পয়গাম্বর করিয়া) পাঠাইয়া ছিলাম, (ছালেহ নিজের কওমের লোকদিগকে) বলিল— ভ্রাতৃগণ! তোমরা আল্লারই এবাদৎ কর তাঁহার ছাড়া তোমাদের কেহই মা'বুদ নাই,

৫ ৫|৫ রুকু

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ

হোওয়া আন্‌শাআকুন্ মেনাল্-আর্‌দে অছ্‌তা'-মারাকুম্ ফী-হা ফাছ্‌তাগ্‌ফেরূহো

তিনিই তোমাদিগকে মৃত্তিকা হইতে তৈরী করিয়া দাঁড় করিয়াছেন এবং তোমাদিগের বসবাস দিয়াছেন উহাতে অতএব তোমরা তাঁহারই নিকটে (তোমাদের কৃত পাপের) ক্ষমাপ্রার্থী হও

ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝ قَالُوا يَا صَالِحُ

ছোম্মা তূ-বূ— এলায়্‌হে, ইন্‌না রাব্বী ক্বারীবোম্-মোজ্বীব। ক্বা-লূ ইয়্যা-ছা-লেহো

পুনশ্চ (আগামীতে তাঁহারই হুজুরে তাওবাহ কর, নিঃসন্দেহ আমার পালনকারী (প্রত্যেকেরই) নিকটে রহিয়াছেন (অর্থাৎ সকলের কথা শুনেন এবং) দোআ কবুল করেন। উহারা বলিল—হে ছলেহ্ !

قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَٰذَا ۖ أَتَنْهَانَا أَن نَّعْبُدَ

ক্বাদ্ কোন্তা ফী-না- মার্‌জুওয়ান্ ক্বাব্‌লা হা-জা— আতান্‌হা-না— আন্-না'-বোদা

নিশ্চয় ইহার অগ্রে তো আমাদের মধ্যে তোমার নিকটে (বড় বড়) আশা করা যাইত (যে তুমি নর্ম্ম রকমে আমাদের সঙ্গী থাকিবে) তুমি কি আমাদিগকে নিষেধ করিতেছ তাহাদের (অর্থাৎ সেই মা'বুদগণের) পূজা (করা) হইতে .

مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ

মা- য়্যা'বোদো আ-বা—ওনা- অইন্‌নানা- লাফী শাক্কেম্ মেম্‌মা তাদ্‌উনা— এলায়্‌হে

যাহাদিগকে আমাদের পিতৃপুরুষগণ পূজা করিয়া আসিয়াছে আর আমরা তো তাহার সম্বন্ধে খুবই সন্দেহের মধ্যে (পড়িয়া) রহিয়াছি যাহার (অর্থাৎ যে-দীনের) দিকে তুমি আমাদিগকে আহ্বান

مُرِيبٍ ۝ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

মোরীব। ক্বালা ইয়্যা-ক্বাওমে আরাআয়্‌তুম্ ইন্ কোন্তো আলা- বায়্যিয়্যেনাতেম্

করিতেছ। (ছালেহ্) উত্তর করিল—ভ্রাতৃগণ ! তোমরা দেখিয়াছ কি—যদি আমি সুস্পষ্ট পথের উপর থাকি

مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ

মের্‌রাব্বী অআ-তা-নী মেন্‌হো রাহ্‌মাতান্ ফামাইঁয়্যোন্‌ছোরোনী মেনাল্লা-হে

আমার পালনকারীর আর তিনি আমার প্রতি তাঁহার করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে (এরূপ) কে আছে যে আল্লার সম্মুখে আমার সাহায্যার্থ দণ্ডায়মান হয়

إِنْ عَصَيْتُهُ ۖ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ۝ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ

ইন্ আছায়্‌তোহূ, ফামা- তাযীদূনানী গায়্‌রা তাখ্‌ছীর। অইয়্যা-ক্বাওমে হা-জেহী

যদি আমি তাঁহার অবাধ্যতাচরণ করিতে লাগিয়া যাই, অতএব (এরূপ কু-পরামর্শ দ্বারা) তোমরা (উল্টা) আমার অধিক ক্ষতিই হইতেছে। আর ভ্রাতৃগণ ! এই হইতেছে

نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ اٰيَةً فَذَرُوْهَا تَاْكُلْ فِيْٓ اَرْضِ اللّٰهِ

না-কাতোল্লা-হে লাকুম্ আ-য়্যাতান্ ফাজারূহা- তা'-কোল্ ফী— আর্দেল্লা-হে

আল্লার (প্রেরিত) উষ্ট্রী তোমাদের জন্য একটী নিদর্শন অতএব ইহাকে (ইহারই অবস্থার উপর) উদাম থাকিতে দাও যাহাতে আল্লর জামীনে (যথা ইচ্ছা) খাইয়া বেড়ায়

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝ فَعَقَرُوْهَا

অলা-তামাছ্ছূহা- বেছূ—এন্ ফায়্যা'-খোজাকুম্ আজা-বোন্ কারীব। ফাআকারূহা-

আর তোমরা ইহাকে কোনও প্রকারের কষ্ট দিও না অন্যথায় ত্বরিতই তোমাদের (নিকটে) আজাব আসিবে। ফলকথা (এতটা বুঝানো সত্ত্বেও) উহারা তাহার (অর্থাৎ সেই উষ্ট্রীর) পা কাটিয়াছিল

فَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِيْ دَارِكُمْ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ

ফাক্বা-লা তামাত্তাউ ফী দারেকুম্ ছালা-ছাতা আয়্য়্যা-ম্, জা-লেকা অ'-দোন্ গায়্রো

তখন (ছালেহ) বলিল (আচ্ছা) তোমরা তোমাদের গৃহে (আরও) তিন দিবস বসবাস করিয়া লও (তাহার পর তো তোমাদের প্রতি আজাব আসিবেই), ইহা (আল্লার) ওয়াদা রহিয়াছে যাহা (কখনই) খেলাফ

مَكْذُوْبٍ ۝ فَلَمَّا جَآءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ

মাক্জুব। ফালাম্মা- জা—আ আম্রোনা- নাজ্জায়্না- ছা-লেহাও অল্লাজীনা

হইবে না। তারপর যখন আমার (আজাবের) নির্দ্দেশ আসিয়া পৌঁছিল তখন আমি নাজাত দিলাম ছালেহ্‌কে এবং সেই লোকদিগকে যাহারা

اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ ؕ اِنَّ رَبَّكَ

আ-মানূ মায়াহূ বেরাহ্‌মাতেম্-মেন্না- অমেন খেজ্‌ইয়ে য়্যাও্‌মায়েজেন্, ইন্না রাব্বাকা

উহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল নিজের অনুগ্রহে এবং সে-দিবসের নির্য্যাতন হইতে (রক্ষা করিলাম), (হে নবি!) নিঃসন্দেহ তোমার পালনকারী

هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۝ وَاَخَذَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَاَصْبَحُوْا

হোঅল্ কাবীইয়্যোল্-আযীয। অআখাজাল্লাজীনা জালামোছ্ ছায়্হাতো ফাআছ্বাহূ

তিনিই মহাপরাক্রান্ত (এবং) বিজয়ী। আর যাহারা জুলুম(-এর কাজ) করিয়াছিল তাহাদিগকে (মহা ভীষণ) বজ্রবাত ধরিয়া বসিল তখন (তাহারা) প্রত্যুষে

فِيْ دِيَارِهِمْ جٰثِمِيْنَ ۙ كَاَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا ؕ اَلَآ اِنَّ

ফী দেয়্যা-রেহিম্ জা-ছেমীন। কাআঁল্লাম্ য়্যাগ্‌নাও ফী-হা- আলা— ইন্না

নিজেদের গৃহগুলির মধ্যে (উপবিষ্ট অবস্থায়) উপবিষ্ট রহিয়া গেল—(এবং এরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে) যেন (তাহারা) তাহাতে (কখনও) বসবাসই করে নাই, অবহিত হও নিশ্চয়ই

ثَمُوْدَا كَفَرُوْا رَبَّهُمْ ؕ اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ ۠ وَلَقَدْ جَآءَتْ

ছামূদা কাফারূ রাব্বাহুম, আলা- বো'-দাল্-লেছামূদ। ৫ অলাকাদ্ জা—আৎ

ছমূদ নিজেদের প্রতিপালকের অবাধ্যতাচরণ করিয়াছিল (তজ্জন্য উপযুক্ত সাজাও পাইয়াছিল), অবহিত হও ছমূদ (আল্লার নিকট হইতে) ধিৎকারিত হইয়াছে। আর নিশ্চয়ই আসিয়াছিল

৭
৬
৬
রুকু

رُسُلُنَآ اِبْرٰهِيْمَ بِالْبُشْرٰى قَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ فَمَا

রোছোলোনা— এব্রাহীমা বেল্-বোশ্‌রা- কা-লূ ছালা-মান্, কা-লা ছালা-মোন্ ফামা-

আমার ফেরেশ্‌তাগণ এবরাহীমের নিকটে সুসংবাদসহ (১৩) তখন তাহারা (এবরাহীমকে) ছালাম করিল, এবরাহীম ছালামের জওয়াব দিল তখন

لَبِثَ اَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ ۝ فَلَمَّا رَاٰۤ اَيْدِيَهُمْ

লাবেছা আন্ জা—আ বেএজ্‌লেন্ হানীজ। ফালাম্মা- রাআ— আয়্‌দেয়্যাহুম্

(এবরাহীম) সঙ্গে সঙ্গেই গো-বৎস (অর্থাৎ গো-বৎসের) ভাজা (গোশ্‌ত উহাদের সম্মুখে) আনিয়া উপস্থিত করিল। অতঃপর যখন (এবরাহীম) দেখিল উহাদের হস্ত

لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً ؕ قَالُوْا لَا تَخَفْ

লা- তাছেলো এলায়হে নাকেরাহুম্ অআওজাছা মেনহুম্ খী-ফাহ্, কা-লূ লা- তাখাফ্

খাদ্যের দিকে উঠিতেছেই না তখন উহাদের প্রতি কু-ধারণা পোষণ করিল এবং মনে মনে উহাদের হইতে ভয় পাইল, (১৪) উহারা (এবরাহীমকে) বলিল (যে আপনি কোন প্রকার) ভয় করিবেন না

اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمِ لُوْطٍ ۠ وَامْرَاَتُهٗ قَآئِمَةٌ

ইন্না— ওরছেল্‌না— এলা কাওমে লূত্। অম্‌রাআতোহূ কা—এমাতোন্

আমরা ত (ফেরেশ্‌তা) লুতের কওমের দিকে (আল্লাহ কর্ত্তৃক) প্রেরিত হইয়াছি (যাহাতে উহাদিগকে উহাদের কু-কার্য্যাবলীর শাস্তি প্রদান করি)। আর (এই কথোপকথন কালে) এবরাহীমের ভার্য্যা (ছারাহ্)ও দণ্ডায়মান ছিল

فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنٰهَا بِاِسْحٰقَ ۙ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ ۝

ফাদাহেকাৎ ফাবাশ্‌শার্‌না-হা বেএছহা-কা অমেঙ্ অরা—এ এছ্‌হা-কা য়্যা'-কূব।

ছারাহ্ (সুগন্ধীদ্বারা সান্ত্বনা প্রদত্ত হইলে) প্রফুল্লিত হইল তখন আমি তাহাকে (সেই ফেরেশতাগণেরই দ্বারা প্রথমতঃ তদীয় পুত্র) এছহাক, এবং এছহাকের পরে (তদীয় পৌত্র) এয়াকুবের (জন্মগ্রহণের) সুসংবাদ দিলাম।

(১৩) এই সুসংবাদের বর্ণনা আগে আসিতেছে।

(১৪) শুনা যায়—ঠগ্‌দিগের নিয়ম হইতেছে এই যে, একবারও যাহার নুন খাইবে, তাহার সহিত দাগাদারী করিবে না। আর যাহার সহিত দাগাদারী করিতে মনস্থ করিবে, তাহার নুন খাইবে না! না খাইবার কারণে হজরত এবরাহীমের, ফেরেশতাদিগের সম্বন্ধে এই প্রকারের সন্দেহ জাগিয়া থাকিবে। কাজেই ফেরেশতাগণ হজরত এবরাহীমের সন্দেহ ভঞ্জন করিল—আমাদের না খাওয়ার কারণ এই হইতেছে যে, আমরা ফেরেশতা।

قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ

কা-লাৎ ইয়্যা-অয়্‌লাতা— আআলেদো অআনা- আজুযোঙ্‌ অহা-জা- বা’-লী শায়্‌খান্‌,

(তখন) ছারাহ বলিল—হায় আমার দুর্ভাগ্য (এই বৃদ্ধ বয়সে) আমার কি সন্তান জন্মিবে আমি ত বুড়ী হইয়া গিয়াছি আর এই (যে) আমার স্বামী (এ-ও ত) বৃদ্ধ

إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ

ইন্‌না হা-জা- লাশায়্‌ওন্‌ আজীব। কা-লূ— আতা’-জাবীনা মেন্‌ আম্‌রেল্‌লা-হে

(এরূপ অবস্থায় আমাদের সন্তান হওয়া) নিঃসন্দেহ ইহা ত (খুবই) তাজ্জবের কথা। (ফেরেশতাগণ) বলিল—তোমার কি আল্লার মহিমা (কোদ্‌রৎ) হইতে (এ-কাজ) তাজ্জব বোধ হইতেছে

رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ حَمِيدٌ

রাহ্‌মাতোল্‌লা-হে অবারাকা-তোহূ আলায়্‌কুম্‌ আহ্‌লাল্‌-বায়্‌তে, ইন্‌নাহূ হামীদোম্‌

হে আহ্‌লে-বায়্‌তে (নবুয়ত !) তোমাদের প্রতি আল্লার রহমত এবং তাঁহার বরকতসমূহ (অবতীর্ণ) হউক, নিঃসন্দেহ আল্লাহ হাম্‌দো(ছানা)র যোগ্যপাত্র

مَجِيدٌ ۝ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ

মাজীদ। ফালাম্‌মা- জাহাবা আন্‌ এব্‌রা-হীমার্‌রাওয়ো অজা—আৎহোল্‌ বোশ্‌রা-

(এবং তিনি তাঁহার বান্দাগণের প্রতি) নিরতিশয় অনুকম্পা প্রদর্শনকারী। অনন্তর যখন এবরাহীম(-এর অন্তঃকরণ) হইতে ভয় তিরোহিত হইল এবং তাহাকে (সন্তানের) সুসংবাদ মিলিল

يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۝ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ

ইয়োজা-দেলোনা- ফী কাওমে লুত্‌। ইন্‌না এব্‌রা-হীমা লাহালীমোন্‌ আওওয়া-হোম্‌

(তখন এবরাহীম্‌) লাগিল আমার সহিত লুতের কওমের সম্বন্ধে ঝগড়া করিতে। নিঃসন্দেহ এবরাহীম অতিশয় সহনশীল (এবং) অতিশয় করুণ হৃদয় (এবং এবরাহীম প্রত্যেক বিষয়ে) আল্লার দিকে

مُنِيبٌ ۝ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۖ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ

মোনীব। ইয়্যা—এব্‌রা-হীমো আ’-রেদ্‌ আন্‌ হা-জা-, ইন্‌নাহূ কাদ্‌ জা—আ

আত্মনিবদ্ধকারী। (আর বলিলাম যে) হে এবরাহীম (তুমি) এই খেয়াল দূর কর, তোমার প্রতিপালকের (যে) হুকুম (ছিল, তাহা)

أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ۝ وَلَمَّا

আম্‌রো রাব্বেক’ অইন্‌নাহুম্‌ আ-তীহিম্‌ আজা-বোন্‌ গায়্‌রো মার্‌দূদ। অলাম্‌মা-

আসিয়া গিয়াছে, এবং উহাদের প্রতি এরূপ আজাব আসিতেছে যাহা (কোনও রকমে) টলিতে পারে না। আর যখন

جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالَ

জ্বা—আৎ রোছোলোনা- লূতান্ ছী—আ বেহীম্ অদাক্বা বেহিম জার্আঙ্ অক্বা-লা

আমার ফেরেশ্তাগণ লুতের নিকটে পৌঁছিল (তখন লুত) তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইল (১৫) এবং ফেরেশতাগণের (আগমনের) প্রতি (লুত) মন ছোট করিল এবং বলিতে লাগিল যে

هٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ط وَمِنْ

হা-জা- য়্যাও্মোন্ আছীব। অজ্বা—আহূ ক্বাও্মোহূ ইয়োহরাউনা এলায়্হে, অমেন্

ইহা (অর্থাৎ অদ্যকার দিবস) ত অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দিবস। এবং লুতের কওমের লোক (সুশ্রী ছেলেদের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়া তাহাদের সহিত কু-কার্য্যের অভিপ্রায়ে) দৌড়িয়া দৌড়িয়া লুতের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল, আর ইহারা

قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّاٰتِ ط قَالَ يٰقَوْمِ هٰٓؤُلَاءِ

ক্বাব্লো কা-নূ য়্যা'-মালুনাছ্ছায়্ইয়েআ-ত্, ক্বা-লা ইয়া-ক্বাও্মে হা—উলা—এ

পূর্ব্ব হইতে ত দুষ্কার্য্য করিতই, (লুত যখন যুবক ছেলেদিগকে আসিতে দেখিল তখন) বলিল যে ভ্রাতৃগণ! এই যে

بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ط

বানা-তী হোন্না আৎহারো লাকুম্ ফাত্তাকোল্লা-হা অলা- তোখ্যূনে ফী দয়্ফী,

আমার কন্যাগণ রহিয়াছে (ইহাদিগকে তোমরা বিবাহ করিয়া লও) ইহারা তোমাদের জন্য (হালাল এবং) পরম পবিত্র তোমরা (এই ছেলেদের দিকে দৃষ্টিপাত করিও না) আল্লাকে ভয় কর এবং আমার মেহ্মানদিগের সম্বন্ধে আমাকে লজ্জিত করিও না,

---

أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ۝ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي

আলায়্ছা মেন্কুম্ রাজোলোর্রাশীদ? ক্বা-লু লাক্বাদ্ আলেম্তা মা- লানা- ফী

তোমাদের মধ্যে কি কেহই সৎলোক নাই? উহারা উত্তর করিল যে তোমার ত জানা আছে যে আমাদের ত

بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ ج وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۝ قَالَ لَوْ

বানা-তেকা মেন্ হাক্কেন্, অইন্নাকা লাতা'-লামো মা- নোরীদ। ক্বা-লা লাও্

তোমার কন্যাগণের সহিত কোনও প্রকারের সম্বন্ধ নাই, এবং আমাদের ইচ্ছা সম্বন্ধেও (হে লুত!) তুমি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছ। (লুত) বলিল (আক্ষেপ আজ) যদি

---

(১৫) এই জন্য যে, ফেরেশ্তাগণ সুশ্রী যুবকের আকৃতি ধরিয়া আগমন করিয়াছিল।

أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝ قَالُوا

আন্না লী বেকুম্ কুওয়াতান্ আও্ আ-ভী— এলা- রোক্‌নেন্ শাদীদ। কা-লূ

আমার তোমাদের বিরুদ্ধতা করিবার শক্তি থাকিত কিম্বা (যদি) আমি কোন জবরদস্ত আশ্রয়ের আশ্রয়গ্রহণে সক্ষম হইতাম। ফেরেশতাগণ বলিল

يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ

ইয়্যা-লূতো ইন্না- রোছোলো রাব্বেকা লাই-য়্যাছেলূ— এলায়্‌কা ফাআছ্‌রে

হে লুত! আমরা তোমার প্রতিপালকের প্রেরিত ইহারা কখনই তোমার নিকটে পৌছিতে পারিবে না অতএব তুমি

بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ

বেআহ্‌লেকা বেক্বেৎএম্ মেনাল্‌লায়্‌লে অলা- য়্যাল্‌তাফেৎ মেন্‌কুম আহাদোন্

নিজের আহাল(আয়াল)কে লইয়া কিছু রাত্রি বাকী থাকিতেই বাহির হইয়া পালাইয়া যাও এবং (তৎপর) তোমাদের মধ্যকার কেহ মুখ ঘুরিয়(ও যেত) না তাকায়

إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ

ইল্লামরাআতাকা, ইন্নাহু মোছীবোহা- মা— আছা-বাহুম, ইন্না মাওএদা হোমোছ্-

কিন্তু তোমার ভার্য্যা, কারণ (সে না দেখিয়া থাকিবার পাত্র নহে এবং) যাহা (অর্থাৎ যে আজাব) ইহাদের প্রতি নাজেল হওয়ার উপক্রম করিয়াছে তাহা উহারও (অর্থাৎ তোমার ভার্য্যারও) প্রতি নিশ্চয় নাজেল হইবে, উহাদের (প্রতি আজাব নাজেল হওয়ার) নির্দ্দিষ্ট সময় হইতেছে

الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا

ছোব্‌হো, আলায়্‌ছাছ্‌ছোব্‌হো বেক্বারীব। ফালাম্মা- জা—আ আম্‌রোনা-

ভোরের বেলা, ভোর কি নিকটবর্ত্তী নয়? তারপর যখন আমার আজাব(এর নির্দ্দেশ আসিয়া পৌছিল

جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ

জাআল্‌না- আ-লেয়্যাহা- ছা-ফোলহা- অআম্‌তার্‌না- আলায়্‌হা হেজ্জা-রাতাম্ মেন্

(তখন হে মোহাম্মদ!) আমি (উল্টাইয়া) উহার (অর্থাৎ সেই বস্তীর) উপরের অংশকে তাহার নীচের অংশ করিয়া দিলাম এবং (উপর হইতে) তাহার (অর্থাৎ সেই বস্তির) উপর বর্ষাইলাম প্রেকযুক্ত জমাট বাঁধা

سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ۝ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ

ছেজ্জীলেম্--- মান্‌দুদেম্-মোছাও্‌অমাতান্ এন্দা রাব্বেক, অমা- হেয়্যা মেনাজ্জা-লেমীনা

প্রস্তর, পর পর, যে-গুলির উপর তোমার প্রতিপালকের নিকট (হইতে) নিশান [illegible]রা ছিল (যে এগুলি এই কওমের উপর বর্ষিবে) আর উহা এই জালেম (অর্থাৎ মক্কার কাফের)গণ হইতে

بِبَعِيْدٍ ۞ وَاِلٰى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا ؕ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ

বেবায়ীদ। ৫ অএলা-মাদ্‌য়্যানা আখা-হুম্ শোআয়্‌ব'-, ক্বা-লা ইয়্যা-ক্বাওমে'-বোদোল্‌লা-হা

দূর(ও) নহে। আর (আমি) মদ্‌য়্যানের দিকে উহাদের (কওমী) ভ্রাতা শোআএবকে (পয়গম্বর করিয়া) পাঠাইয়া ছিলাম—(শোআএব উহাদিগকে) বলিল—ভ্রাতৃগণ! (তোমরা) আল্লারই এবাদৎ কর

৪ ৭/৭ রুকু

مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ؕ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ

মা লাকুম্ মেন্ এলা-হেন্ গ্বায়রোহু, অলা- আন্‌কোছোল্ মেক্‌য়্যালা অল-মীযা-না

তাঁহার ছাড়া তোমাদের কেহই মা'বুদ নাই, আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম করিও না

اِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ بِخَيْرٍ وَّاِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ

ইন্‌নী --আরা-কুম বেখায়রেঙ্, আইন্‌নী--- আখা-ফো আলায়্‌কুম্ আজা-বা য়্যাওমেম্-

আমি তোমাদিগকে স্বচ্ছল অবস্থা দেখিতেছি (অতএব তোমাদের মাপে ও ওজনে কম করিবার কি আবশ্যকতা রহিয়াছে ?) আর এতদ্‌সত্বেও এই কু-রীতি হইতে যদি তোমরা প্রতিনিবৃত্ত না হও তাহা হইলে) আমার তোমাদের সম্বন্ধে (সাধারণ) আজাব-দিবসের ভয় রহিয়াছে

مُّحِيْطٍ ۝ وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ

মোহীত। অইয়্যা-ক্বাওমে আওফোল্ মেক্‌য়্যা-লা অল্-মীযা-না বেল্-কেছ্‌তে

যে-আজাব (তোমাদের সকলকেই) ঘিরিয়া লইবে। আর ভ্রাতৃগণ! তোমরা মাপ এবং ওজন ন্যায়ভাবে পূর্ণ করিবে

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۝

অলা- তাব্‌খাছোন্‌না ছা আশ্‌ইয়্যা---আহুম্ অলা- তা'-ছাও্ ফেল্-আর্‌দে মোফছেদীন।

এবং লোকদিগকে তাহাদের জিনিষগুলি কম দিবে না আর দেশে কলহ বিস্তার করিয়া বেড়াইও না।

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَآ اَنَا

বাক্বীয়্যাতোল্‌লা-হে খায়রোল্‌লাকুম্ ইন্ কোন্তুম্ মো'-মেনীন। অমা--- আনা-

আল্লার (দত্ত) যাহা কিছু (কারবারে) উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই তোমাদের জন্য উত্তম—যদি তোমরা ঈমান রাখ। আর আমি নহি

عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ اَصَلٰوتُكَ تَاْمُرُكَ

আলায়্‌কুম্ বেহাফীজ। ক্বা-লূ ইয়্যা-শোআয়্‌বো আছালা-তোকা তা'-মোরোকা

তোমাদের পর্য্যাবেক্ষক (যে প্রত্যেকের মাপ ও ওজন দেখিয়া বেড়াইব)। উহারা বলিল—হে শোআএব! তোমার নামাজ কি তোমাকে (এই) নির্দ্দেশ দেয় যে

أَنْ نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَآ اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِيْٓ

অন্‌নাৎরোকা মা- য়্যা'-বোদো আ-বা—ওনা—আও আন্ নাফ্‌আলা ফী—

যাহাদিগকে (অর্থাৎ যে-সকল বোৎকে) আমাদের পিতা পিতামহ পূজা করিয়া আসিয়াছে আমরা সে গুলিকে ছাড়িয়া বসি কিম্বা আমরা (তদ্রূপ না) করি

اَمْوَالِنَا مَا نَشٰٓؤُا ط اِنَّكَ لَاَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝ قَالَ

আম্‌ওয়া-লেন'- মা- নাশা—য়ো, ইন্‌নাকা লাআন্তাল্ হালীমোর্‌রাশীদ। ক্কালা

নিজেদের ধন-দওলতের যদ্রূপ (ব্যয় করা) উচিত!—(সত্য শোআএব সত্য—) তুমিই ত (মা'-মেলা সম্বন্ধে অতি) সরলচেতা (এবং সততাপ্রিয় থাকিয়া গিয়াছ! (১৬) (শোআএব) বলিল—

يٰقَوْمِ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّيْ وَرَزَقَنِيْ

ইয়্যা-ক্কাও্‌মে আরাআয়্‌তুম্ ইন্ কোন্তো আলা-বায়য়্যেনাতেম্ মের্‌রাব্বী আরাযাক্কানী

ভ্রাতৃগণ! তোমরা দেখিয়াছ কি আমি যদি আমার পালনকারীর সুস্পষ্ট পথের উপরে থাকি আর তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্) আমাকে রুজী প্রদান করিয়া থাকেন

مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَآ اَنْهٰكُمْ

মেন্‌হো রেয্‌ক্কান্ হাছানান্, অমা— ওরীদো আন্ ওখা-লেফাকুম এলা- মা— আন্‌হা-কুম্

নিজ (অনুগ্রহ) হইতে উত্তম রুজী, (অর্থাৎ হালাল, তবে কি আমি এই পথকে ছাড়িয়া দিয়া তোমাদের মত হারামের রোজগার খাইতে লাগিয়া যাইব)? আর আমি (কখনই) ইচ্ছা করি না যে, আমি তোমাদের বিরুদ্ধতা করি সেই বিষয়ের দিকে যে আমি নিষেধ করিতেছি তোমাদিগকে

عَنْهُ ط اِنْ اُرِيْدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ط وَمَا تَوْفِيْقِيْٓ اِلَّا

আন্‌হো, ইন্ ওরীদো ইল্‌লাল্-এছ্‌লা-হা মাছ্‌তাতা'-তো অমা- তাওফীকী— ইল্‌লা-

উহা হইতে, আমি ত ইচ্ছা করি নিজের সাধ্যমত (লোকদিগের মধ্যে মা'-মেলা) সংশোধনের, আর (এই ইচ্ছায়) আমার সফলকাম হওয়া ত কেবল মাত্র

بِاللّٰهِ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝ وَيٰقَوْمِ

বেল্‌লা-হে, আলায়্‌হে তাঅক্‌কাল্‌তো অএলায়্‌হে ওনীব। অইয়্যা-ক্কাও্‌মে

আল্লারই (সাহায্য) দ্বারা সম্ভবপর, আমি ত তাঁহারই উপর ভরসা রাখি এবং (নিজেকে) তাঁহারই দিকে নিবদ্ধ করিতেছি। আর ভ্রাতৃগণ!

---

(১৬) উহাদের মতলব এই ছিল যে, তোমাদের শরিয়ত কি অনুমতি প্রদান করে না যে, তোমরা আমাদিগকে আমাদের অবস্থার উপর থাকিতে দাও! আর যেহেতু নামাজ শরিয়তের একটী দলীল, তজ্জন্য উহারা বিশেষ করিয়া নামাজের নামে বিদ্রূপ করিয়াছে। এখনও বহুলোক ঐরূপ ক্ষেত্রে বলিয়া বসে যে,—"হাঁ গো হাঁ! তুমিই একজন বড় নামাজী পরহেজগার।"

النصف

لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيْٓ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مِّثْلُ مَآ اَصَابَ قَوْمَ

লা- য়্যাজ্‌রেমান্‌নাকুম্ শেকা-কী— আঁই-ইয়োছীবাকুম্ মেছ্‌লো মা— আছ-বা ক্বাওমা

আমার বিরুদ্ধতা তোমাদের (প্রতি) কারণ (হইয়া) না দাঁড়ায় যে পৌঁছিয়া যায় তোমাদিগকে তদ্রূপ (বিপদ) যদ্রূপ বিপদ নূহের

نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ هُوْدٍ اَوْ قَوْمَ صٰلِحٍ ط وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ

নূহেন্ আও ক্বাওমা হূদেন আও ক্বাওমা ছা-লেহ্, অমা- ক্বাওমো লূতেম্ মেনকুম

কওম অথবা হূদের কওম কিম্বা ছালেহের কওমের উপর আসিয়াছিল, আর লূতের কওম ও) তোমাদের হইতে

بِبَعِيْدٍ ○ وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ط اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ

বেবায়ীদ্। অছ্‌তাগ্‌ফেরূ রাব্বাকুম্ ছোম্মা তূ-বূ—এলায়হে, ইন্না রাব্বী রাহীমোঁউ

দূরে নহে (তাহাদিগকে দেখিয়াও তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার)। (১৭) আর তোমরা তোমাদের পালনকারীর নিকটে (তোমাদের পশ্চাৎবর্ত্তী কালের গোনাহ্ সমূহের) ক্ষমা প্রার্থনা কর পুনশ্চ (ভবিষ্যতের জন্য) তাঁহারই নিকটে তাওবাহ্ কর, নিঃসন্দেহ আমার প্রতিপালক (অতিশয়) দয়ালু

وَّدُوْدٌ ○ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا

অদূদ্। ক্বালূ ইয়্যা-শোআয়্‌বো মা- মাফ্‌ক্বাহো কাছিরাম্ মেম্মা- তাকূলো অইন্না-

(এবং নিরতিশয়) স্নেহকারী। উহারা (অর্থাৎ শোআএবের কওম) বলিল হে শোআএব! যে সকল কথা তুমি বলিতেছ সেগুলির অধিকাংশই ত আমাদের জ্ঞানে আইসে না তাহা ছাড়া আমরা ত

لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا ج وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ ز وَمَآ اَنْتَ

লানারা-কা ফী-না- দয়ীফা-, অলাওলা- রাহ্‌তোকা লারাজ্বাম্‌না-কা, অমা— আন্তা

তোমাকে আমাদের (লোকদিগের) মধ্যে (খুবই) দুর্ব্বল পাইতেছি, আর যদি তোমার নিজ সম্প্রদায়ের লোক না থাকিত তাহা হইলে আমরা তোমাকে (কবে) ছঙ্গছার করিয়া বসিতাম, আর (তোমার সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ছাড়া) তোমার ত

عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ ○ قَالَ يٰقَوْمِ اَرَهْطِيْٓ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ

আলায়না- বেআযীয। ক্বালা ইয়্যা-কাওমে আরাহ্‌তী— আআয্‌যো আলায়কুম্

আমাদের উপর (কোনও প্রকারের) প্রভাব নাই। (শোআএব) উত্তর করিল—ভ্রাতৃগণ! তোমাদের কি আমার নিজ সম্প্রদায়ের (কথা) স্মরণ পড়িল

(১৭) আর এ-অর্থও হইতে পারে যে, লূতের কওমের যুগও তোমাদের হইতে বেশী দূরে নহে (হালেরই ব্যাপার), উহা হইতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পার।

مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۖ إِنَّ رَبِّي بِمَا

মেনাল্লা-হে, অত্তাখাজ্‌তোমূহো অরা—আকুম্‌ জেহ্‌রীয়্যা-, ইন্‌না রাব্বী বেমা-

আল্লাহ্‌ হইতে আগাইয়া, আর তোমরা আল্লাকে নিজেদের পৃষ্ঠপশ্চাতে নিক্ষেপ করিল, নিঃসন্দেহ আমার পালনকারীর (এল্‌ম-) বেষ্টনীর মধ্যে রহিয়াছে

تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۝ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ

তা'-মালূনা মোহীত্‌। অইয়্যা-কাওমে'-মালূ আলা-মাকা-নাতেকুম্‌ ইন্‌নী আ'-মেলোন্‌,

(তৎসমস্তই) যাহা কিছু তোমরা করিতেছ। আর ভ্রাতৃগণ! তোমরা তোমাদের স্থানে আমল কর আমি (আমার স্থানে) আমল করিতেছি,

سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۙ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ ۖ

ছাও্‌ফা তা'-লামূনা, মাঁয়্যা'-তীহে আজা-বোই ইয়োখ্‌যীহে অমান্‌ হোওয়া কা-জেবোন্‌,

শীঘ্রই তোমরা জানিতে পারিবে—কাহার প্রতি আজাব নাজেল হইতেছে যাহা (অর্থাৎ যে আজাব) তাহাকে (সকলের চক্ষে) অপদস্থ করিয়া দিবে এবং কোন ব্যক্তি মিথ্যুক,

وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا

অর্‌তাক্বেবূ— ইন্‌নী মাআকুম্‌ রাকীব। অলাম্‌মা- জ্বা—আ আম্‌রোনা- নাজ্জায়্‌না-

আর (সেই আজাব আগমন কালের) তোমরাও প্রতিক্ষায় থাক আমিও তোমাদের সঙ্গে প্রতীক্ষাকারী। আর যখন আমার (শাস্তির) নির্দ্দেশ আসিয়া পৌঁছিল তখন আমি রক্ষা করিলাম

شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ

শোআয়বাও্‌ অল্লাজীনা আ-মানূ মাআহূ বেরাহ্‌মাতেম্‌ মেন্‌না- অআখাজাতেল্লাজীনা

নিজের করুণায় শোআএবকে এবং সেই লোকদিগকে যাহারা উহার সহিত ঈমান আনিয়াছিল, আর তাহাদিগকে ধরিল যাহারা

ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ۝ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا

জালামোছ্‌ছায়্‌হাতো ফাআছ্‌বাহূ ফী দেয়্যা-রেহিম্‌ জ্বা-ছেমীন। কাআল্লাম্‌ য়্যাগ্‌নাও্‌

না-ফর্ম্মানী করিত ভীষণতর শব্দ(-এর আজাব) তখন তাহারা (যদ্রূপ) নিজেদের গৃহগুলিতে (বসিয়াছিল ঠিক তদ্রূপই বসিয়া) বসিয়াই রহিয়া গিয়াছিল। (আর ঘর বাড়ীগুলির এরূপ অবস্থা হইল) যেন উহাতে (কেহ কখনও)

فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ۝ وَلَقَدْ

ফী হা-, আলা- বো'-দাল্‌ লেমাদ্‌য়্যানা কামা- বাএদাৎ ছামূদ। ৪ অলাকাদ্‌

বসবাসই করে নাই, (হে লোক সকল! তোমরা) শুনিয়া (জানিয়া) রাখ যে যদ্রূপ ছমুদ আল্লার নিকট ধিৎকারিত হইয়াছিল মদ্‌য়্যান্‌(বাসী)ও (অনুরূপ) ধিৎকারিত। আর নিশ্চয়ই

৪ ৮/৮ রুকু

أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ

আর্‌ছাল্‌না- মূছা- বেআ-য়্যা-তেনা- অছোল্‌তা-নেম্‌ মোবীন ;—এলা- ফের্‌আওনা

আমি প্রেরণ করিয়াছিলাম মূছাকে (পয়গাম্বর করিয়া) আমার নিদর্শনাবলী এবং সুস্পষ্ট দলিলসহ ;—ফেরাউন

وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۖ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ۝

অমালা-এহী ফাত্তাবাউ— আম্‌রা ফের্‌আও্‌না, অমা— আম্‌রো ফের্‌আও্‌না বেরাশীদ।

ও তাহার (দরবারস্থ) বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ-এর দিকে, তখন লোক ফেরাউনের কথা মত চলিতে লাগিল, আর ফেরাউনের নির্দ্দেশ ত সঠিক ছিল না।

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ

য়্যাক্‌দোমো কাওমাহু য়্যাওমাল্‌ কেয়্যা-মাতে ফাআওরাদা হোমোন্‌না-র্‌, অবে'-ছাল্‌

কেয়ামত-দিবসে (ফেরাউন) তাহার কওমের অগ্রে অগ্রে থাকিবে অপিচ তাহাদিগকে দোজখে লইয়া দাখিল করিবে, আর (খুবই) কদর্য্য

الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ ۝ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

ভের্‌দোল্‌ মাওরূদ। অওৎবেউ ফী হা-জেহী লা'-নাতাঙ্‌ অয়্যাওমাল্‌ কেয়্যা-মাহ্‌,

মঞ্জেল যাহাতে (ইহারা যাইয়া) উপনীত হইবে। আর ইহাতেও (অর্থাৎ ইহজগতেও) উহাদের পশ্চাতে লা'নৎ লাগাইয়া দে'য়া হইয়াছে এবং কেয়ামত-দিবসেও—

بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ۝ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ

বে'-ছার্‌রেফ্‌দোল্‌ মার্‌ফুদ। জা-লেকা মেন্‌ আম্‌বা—এল্‌ কোরা- নাকোছ্‌ছোহূ

(নিতান্তই) কু-পুরস্কার রহিয়াছে যাহা (ইহাদিগকে) প্রদত্ত হইয়াছে। (হে নবি!) এই কতিপয় বস্তীর তথ্যাদি যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি

عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۝ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا

আলায়কা মেন্‌হা- কা—এমোঙ্‌ অহাছীদ। অমা- জালাম্‌না-হুম্‌ অলা-কেন্‌ জালামূ—

তোমার কাছে সেগুলির মধ্যের (কোন কোনটী ত এখনও পর্য্যন্ত) ঠিক রহিয়াছে আর (কোন কোনটী) উজাড় (হইয়াছে)। আর আমি উহাদের প্রতি (কোনও প্রকারের) জুলুম করি নাই বরং উহারা (আমার না-ফর্ম্মানী করতঃ) জুলুম করিয়াছে

أَنْفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ

আন্‌ফোছাহুম্‌ ফামা— আগ্‌নাৎ আনহুম্‌ আ-লেহাতোহোমোল্‌লাতী য়্যাদউনা

নিজেদের প্রতি নিজেরা, অতএব (হে নবি!) তখন যে সকল মা'বুদের ইহারা (আবশ্যক সময়ে) ডাকত

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ اَمْرُ رَبِّكَ ۚ وَمَا زَادُوْهُمْ

মেন্ দূনেল্লা-হে মেন্ শায়্এল্ লাম্মা- জ্বা—আ আম্‌রো রাব্বেক্, অমা- যা-দূ হুম্

আল্লার ছাড়া তাহারা ইহাদের কিছুই কাজে আসিল না যখন তোমার পালনকারীর (আজাবের) নির্দ্দেশ পৌছিল, বরং (উল্‌টা) ইহাদের

غَيْرَ تَتْبِيْبٍ ۝ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَآ اَخَذَ الْقُرٰى

গায়্‌রা তাৎবীব। অকাজা-লেকা আখ্‌জো রাব্বেকা এজা— আখাজাল্ কোরা-

বরবাদীর কারণ দাঁড়াইল (যে তাহাদেরই পূজা-পাঠের দরুণ ইহাদের প্রতি আজাব নাজেল হইল)। আর (হে নবি !) তোমার পালনকারীর গ্রেফতারী এইরূপই হইয়া থাকে যখন বস্তীগুলিকে তিনি গ্রেফ্‌তা করেন

وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ اِنَّ اَخْذَهٗٓ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ ۝ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

অহেয়্যা জা-লেমাতোন্ ইন্না আখ্‌জাহু—আলীমোন্, শাদীদ। ইন্না ফী জা-লেকা

আর (সেই অবস্থায় যে) তাহা ছরকশী করিতে লাগে, নিঃসন্দেহ তাঁহার গ্রেফ্‌ত (অত্যন্ত) ব্যথাদায়ক (এবং অত্যন্ত) কঠোর। নিশ্চয় ইহার মধ্যে

لَاٰيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْاٰخِرَةِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمٌ

লাআ য়্যাতাল্ লেমান্ খা-ফা আজা-বাল্ আ-খেরাহ্, জা-লেকা য়্যায়্‌মোম্

সেই লোকের জন্য ছবক্ রহিয়াছে যে-ব্যক্তি পরকালের শাস্তির ভয় করে, পরকাল-দিবস সেই দিন

مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ ۝ وَمَا نُؤَخِّرُهٗٓ

মাজ্‌মূওল্ লাহুন্নাছো অজা-লেকা য়্যাওমোম্মাশ্‌হূদ। অমা- নোআখ্‌খেরোহু—

যে দিনে (সমস্ত) লোককে জড় করা হইবে আর পরকাল দিবস সেই দিন যে দিনে (সকলকেই আমার দরবারে) উপস্থিত করা যাইবে। আর আমি উহাকে (কোন বিশেষ কারণে) মুলতবী রাখিয়াছি

اِلَّا لِاَجَلٍ مَّعْدُوْدٍ ۚ يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ

ইল্লা- লেআজালেম্ মা'-দূদ। য়্যাওমা য়্যা'-তে লা- তাকাল্লামো নাফ্‌ছোন্

কেবল মাত্র এক গণিত সময়ের জন্য। যে-দিবস আসিয়া উপস্থিত হইবে (তখন ভয়ে) কোন ব্যক্তি কথা (পর্য্যন্ত) বলিতে পারিবে না

اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ ۝ فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا

ইল্লা- বেএজ্‌নেহী, ফামেন্‌হুম্ শাকীয়্যোঙ অছায়ীদ। ফাআম্মাল্লাজীনা শাকু

আল্লার হুকুম ছাড়া, তখন (লোকদিগের) কেহ কেহ দুর্ভাগ্যবান এবং (কেহ কেহ) সৌভাগ্যবান (হইবে)। অপিচ যাহারা দুর্ভাগ্যবান

فَفِى النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَّشَهِيقٌ خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

ফাফেন্না-রে লাহুম্ ফী-হা- যাফীরোঙ্ অশাহীক্ব্। খা-লেদীন। ফী-হা- মা-দা-মাতেছ্

তাহারা দোজখে অবস্থান করিবে (এবং) উহাতে (অর্থাৎ দোজখে) তাহাদের চীৎকার মিঁহি শব্দে ও মোটা শব্দে হইবে। (আর সে-পর্য্যন্ত চির) চিরকাল উহাতেই (অর্থাৎ দোজখেই) থাকিবে

السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ط اِنَّ رَبَّكَ

ছামা-ওয়া-তো অল্-আর্দো ইল্লা- মা-শা—আ রাব্বোকা, ইন্না রাব্বাকা

যে-পর্য্যন্ত আছমান ও জমীন (ঠিক) থাকে (১৮) কিন্তু (হে নবি!) যাহা(কে) তোমার পালনকারী (মুক্তি দিতে) ইচ্ছা করেন, নিশ্চয় তোমার পালনকারী

فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ○ وَاَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِى الْجَنَّةِ

ফা'-আ-লোল্ লেমা- ইয়োরীদ। অআম্মাললাজীনা ছোএদূ ফাফেল্ জান্নাতে

যাহা (তাঁহার) ইচ্ছা (তাহাই) করিয়া থাকেন। আর যাহারা সৌভাগ্যবান তাহারা বেহেশ্তবাসী হইবে

خٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَ

খা-লেদীনা ফী-হা- মা- দা-মাতেছ্ছামা-ওয়াতো অল্-আর্দো ইল্লা- মা-শা---আ

(আর) যে-পর্য্যন্ত আছমান ও জমীন (ঠিক) থাকে (সে পর্য্যন্ত চির) চিরকাল উহাতেই (অর্থাৎ বেহেশ্তেই) থাকিবে কিন্তু (হে নবি!) যাহা(কে) ইচ্ছা করেন

رَبُّكَ ط عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ○ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّمَّا

রাব্বোকা, আতা—আন্ গ্বায়্রা মাজ্জূজ। ফালা- তাকো ফী মের্য়্যাতেম্ মেম্মা-

তোমার পালনকারী (শাস্তি দান করতঃ বিলম্বে বেহেশ্তে দাখিল করিবেন), (এই বেহেশ্ত আল্লারই) অনুগ্রহের দান যাহারা (অর্থাৎ যে-বেহেশ্তের কখনও) বিনষ্ট নাই। অতএব (হে নবি!) তুমি কোন প্রকারের সন্দেহে পড়িও না তাহার সম্বন্ধে (১৯) ইহারা (অর্থাৎ মোশ্রেকগণ) যাহাদের (যে বোৎগণের)

يَعْبُدُ هٰٓؤُلَآءِ ط مَا يَعْبُدُونَ اِلَّا كَمَا يَعْبُدُ اٰبَآؤُهُمْ

য়্যা'-বোদো হা---উলা---এ, মা-য়্যা--বোদূনা ইল্লা- কামা- য়্যা'-বোদো আ-বা---ওহুম্

পূজা-পাঠ করিতেছে, ইহারাও (ঠিক) তদ্রূপই পূজা-পাঠ (না বুঝিয়া সুঝিয়া) করিতেছে যদ্রূপ পূজা-পাঠ (না বুঝিয়া সুঝিয়া) ইহাদের পিতা পিতামহগণ করিত

---

(১৮) "যে-পর্য্যন্ত আছমান ও জমীন (ঠিক) থাকে" ইহা আমাদের প্রচলিত কথারই অনুরূপ ফর্ম্মাইয়াছেন। ইহার মর্ম্ম হইতেছে "সর্ব্বদাই"।

(১৯) মানব-স্বভাবের দরুণ তুমি সন্দিহান না হও যে, কেন এত অধিক বোৎপূজা হইতেছে, এত অধিক সংখ্যক লোক এই ভুল কাজে কি প্রকারে একমত হইল। আল্লাহ্ অগ্রে বুঝাইয়া দিয়াছেন—এ সমস্ত লোক মেষপালের মত একে অন্যের অন্ধ তক্লীদ করিয়া আসিয়াছে।

৫
৯
৯
রুকূ

مِّن قَبْلُ ۚ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ ۝ وَلَقَدْ

মেন্ কাব্‌লো, অইন্না- লামোঅফ্‌ফুহুম্ নাছীবাহুম্ খায়্‌রা মানকুছ ৎ। অলাকাদ্

অগ্র হইতে, আর নিশ্চয় আমি (অর্থাৎ আল্লাহ্ কেয়ামত-দিবসে আজাব হইতে) ইহাদের হিস্‌সা ইহাদিগকে বিনা কমিতে পূরা পূরা পৌঁছিয়া দিব। আর অবশ্য নিশ্চয়ই

آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ

আ-তায়্‌না- মূছাল্ কেতা-বা ফাখ্‌তোলেফা ফী-হে, অলাও্‌লা- কালেমাতোন্ ছাবাকাৎ

আমি মূছাকে (তওরাত) গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলাম তখন লাগিল লোক উহাতে মতভেদ করিতে, আর (হে নবি!) যদি একটী কথা অগ্র হইতে না হইয়া থাকিত

مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۝

মের্‌রাব্বেকা লাকোদেয়্যা বায়্‌নাহুম্, অইন্নাহুম্ লাফী শাক্কেম্ মেন্‌হো মোরীব।

তোমার পালনকারীর পক্ষ হইতে (যে কেয়ামতে নিশ্চয় ফয়ছালা হইবে) তাহা হইলে লোকদিগের মধ্যে (অগ্রেই তাহাদের মতভেদগুলির) ফয়ছালা করিয়া দেওয়া হইত, আর ইহারা (অর্থাৎ মক্কায় কাফেরগণও) কোরআনের দিক দিয়া এরূপ সন্দেহে (পড়িয়া) রহিয়াছে যাহা (ইহাদিগকে) হয়রান করিয়া রাখিয়াছে।

وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ ۚ

অইন্না- কোল্‌লাল্‌লাম্মা- লাইয়্যোঅফ্‌ফেয়্যান্নাহুম্ রাব্বোকা আ-মা-লাহুম্,

আর (হে নবি!) নিশ্চয়ই ইহাদের প্রত্যেকে যখন যাইবে তাঁহার হুজুরে তোমার পালনকারী (ইহাদিগকে তখন) ইহাদের কার্য্যাবলীর বিনিময়) অবশ্যই পূরা পূরা দিবেন,

إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ

ইন্নাহু বেমা- য়্যা'-মালুনা- খাবীর। ফাছ্‌তাক্কেম্ কামা--- ওমের্‌তা অমান্ তা-বা

কারণ যদ্রূপ যদ্রূপ কার্য্য ইহারা করিতে রহিয়াছে তিনি তাহা (সমস্তই) জানান। অতএব (হে নবি!) তুমি (নিজে দীন-এছলামের উপর) মজবুত থাকিবে যদ্রূপ তোমাকে নির্দ্দেশ দান করা গিয়াছে আর যে ব্যক্তি (শের্ক ও কুফরী হইতে) তাওবাহ্ করিয়া

مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَلَا تَرْكَنُوا

মাআকা অলা তাৎগাও, ইন্নাহূ বেমা- তা'-মালুনা বাছীর। অলা- তার্‌কানূ--

তোমার সঙ্গী (হইয়া) রহিয়াছে এবং ছরকশী করিবে না, নিঃসন্দেহ যাহা কিছুই তোমরা করিতেছ আল্লাহ্ (তাহা) দেখিতেছেন। আর (হে মুছলমানগণ!) তোমরা ঝুঁকিও না

إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ

এলাল্লাজীনা জালামূ ফাতামাছ্‌ছাকোমোন্না-রো, অমা- লাকুম্ মেন্ দূনেল্লা-হে

তাহাদের দিকে যাহারা (আমার) না-ফর্ম্মানী করিত অন্যথায় (দোজখের) আগুন তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে, আর আল্লার ছাড়া (যখন) তোমাদের

مِنْ اَوْلِيَاۤءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ۝ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ

মেন্ আওলেয়্যা---আ ছোম্মা লা- তোন্‌ছারুন। অআকেমেছ্‌ছালা-তা তারাফায়েন্

কেহ বন্ধু নাই তখন (না-ফর্ম্মানীর দিকে ঝুকিয়া পড়া অবস্থার মধ্যে তাঁহার দিক হইতে) তোমাদের (কোনই) সাহায্য মিলিবে না। আর (হে নবি !) তুমি নামাজ পড় দিবসের

النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ط اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ط

নাহা-রে অযোলাফাম্ মেনাল্লায়লে, ইন্নাল্ হাছানা-তে ইয়োজ্‌হেব্‌ নাছ্‌ছায়্যেআ-তে,

দুইদিকে (অর্থাৎ প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায়) এবং কয়েক দণ্ড রাত্রে (অর্থাৎ রাত্রের প্রথম ভাগে) কারণ সৎকার্য্যাবলী পাপসমূহকে দূর করিয়া দেয়

ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ ۝ وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ

জা-লেকা জেক্‌রা- লেজ্‌জা-কেরীন। অছ্‌বের্ ফাইন্নাল্লা-হা লা- ইয়োদীয়ো

যাহারা (আল্লার) জেকেরকারী তাহাদের জন্য ইহা (অর্থাৎ আমার এই নির্দ্দেশ একপ্রকার) উপদেশ। আর (হে নবি !) তুমি (পুণ্যকার্য্যের কষ্টকে সন্তুষ্ট মনে) সহ্য কর কারণ আল্লাহ নষ্ট হইতে দেন না

اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُوْا

আজ্‌রাল্ মোহ্‌ছেনীন। ফালাওলা- কা-না মেনাল্ কোরুনে মেন্ কাব্‌লেকুম্ উলু

পুণ্যাত্মাদিগের ফলকে। অপিচ যে সকল ওম্মত তোমাদের অগ্রে গত হইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে (এতটা) জ্ঞানবান কেন হয় নাই

بَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِى الْاَرْضِ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّنْ

বাকীয়্যাতেই য়্যান্‌হাওনা আনেল্ ফাছা-দে ফেল্-আরদে ইল্লা- কালীলাম্ মেম্মান্

যে (লোকদিগকে) দেশে কলহ বিস্তার হইতে নিষেধ করিত (এরূপ লোক ছিল ত নিশ্চয়ই) কিন্তু সামান্যই (আর ইহারা সেই লোক ছিল) যাহাদিগকে

اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ج وَاتَّبَعَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَاۤ اُتْرِفُوْا فِيْهِ وَكَانُوْا

আন্‌জায়না- মেন্‌হুম্, অত্তাবাআল্লাজীনা জালামু মা--- ওৎরেফু ফী-হে অকা-নু

আমি উহাদের মধ্য হইতে বাঁচাইয়া লইয়া ছিলাম, আর তাহারা পশ্চাতে লাগিয়া ছিল তাহাদেরই যাহারা না-ফর্ম্মানী করিয়া ছিল সেই জিনিষের যে উহার মধ্যে ধন-সম্পদ প্রদত্ত হইয়া ছিল আর ইহারা ছিল

مُجْرِمِيْنَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ

মোজ্‌রেমীন। অমা কা-না রাব্বোকা লেইয়োহ্‌লেকাল্-কোরা- বেজোল্‌মেও

কদাচারী। আর (হে নবি !) তোমার পালনকারী এরূপ (অবিচারক) নহেন যে বস্তীগুলিকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেন

وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً

অআহ্‌লোহা- মোছ্‌লেহুন। অলাও্ শা—আ রাব্বোকা লাজ্বাআলান্‌না-ছা ওম্মাতাঙ্

অথচ সেই বস্তীর বাসিন্দারা নেককার হয়। আর (হে নবি!) যদি তোমার পালনকারী ইচ্ছা করিতেন তবে (তিনি) লোকদিগকে একই ওম্মতভুক্ত করিয়া দিতেন

وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ

ওয়া-হেদাতাঙ্ অলা- য়্যাযা-লূনা মোখ্‌তালেফীন ;—ইল্‌লা- মার্রাহেমা রাব্বোকা,

আর লোক চিরকালই (পরস্পর) মতভেদ করিতে থাকিবে ;—কিন্তু যাহার প্রতি তোমার পালনকারী কৃপা করেন,

وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

অলেজা-লেকা খালাক্বাহুম্, অতাম্মাৎ কালেমাতো রাব্বেকা লাআম্‌লাআন্না জাহান্নামা

আর এই জন্যই ত (তিনি) উহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, আর (এই মতভেদের কারণেই ত) তোমার পালনকারীর (দত্ত) আদেশ পূরা হইল যে আমি দোজখ ভর্ত্তি করিব

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ

মেনাল্ জেন্নাতে অন্‌না-ছে আজ্‌মায়ীন। অকোল্লান্ নাক্বোছ্‌ছো আলায়্‌কা মেন্

জেন এবং মানুষ সকলের দ্বারা। আর (হে নবি! অন্যান্য) পয়গাম্বরগণের ঘটনাবলী আমি তোমার কাছে বর্ণনা করিতেছি

أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ

আম্‌বা—এর্‌রোছোলে মা- নোছাব্বেতো বেহী ফোআ-দাকা, অজ্বা—আকা ফী হা-জেহেল্-

সেগুলির দ্বারা আমি তোমার অন্তঃকরণে সান্ত্বনা প্রদান করিতেছি, আর এই ইহাতে (এক ত যাহা) হক কথা (ছিল তাহা) তোমার কাছে পৌছিয়াছে

الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ لِلَّذِينَ

হাক্‌কো অমাও্‌এজাতোঙ্ অজেক্‌রা- লেল্-মো'-মেনীন। অকোল্ লেল্লাজীনা

এবং উপদেশ ও স্মরণ করাইয়া দেওয়াও (রহিয়াছে) মুছলমানদিগের জন্য। আর (হে নবি! তুমি তাহাদিগকে) বল

لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ۝ وَانْتَظِرُوا ۚ

লা- ইয়্যো'-মেনূনা'-মালূ আলা- মাকা-নাতেকুম্ ইন্‌না- আ-মেলূনা ;—অন্তাজেরু,

যাহারা ঈমান আনিতেছে না—তোমরা তোমাদের স্থলে আমল কর আমরা (মুছলমানগণ আমাদের স্থলে) আমল করিতেছি ;—আর তোমরা (আল্লার হুকুমের) প্রতীক্ষায় থাক,

৮০

إِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝ وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ

ইন্‌না- মোন্তাজেরূন। অলেল্লা-হে গায়্‌বোছছামা-ওয়া-তে অল্‌-আর্‌দে অএলায়্‌হে

আমরা (মুছলমানগণ)ও প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। আর আছমান ও জমীনে যাহা গুপ্ত রহিয়াছে তৎসমূহের এল্‌ম্‌ আল্লারই রহিয়াছে আর তাঁহারই দিকে যাইয়া দাঁড়ায়

يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهٗ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ط وَمَا

ইয়্যোর্‌জাওল্‌ আম্‌রো কোল্লোহূ ফা'-বোদ্‌হো অতাঅক্‌কাল্‌ আলায়্‌হে, অমা-

প্রত্যেক কার্য্য(-এর ফয়ছালা অবশেষে) অতএব (হে নবি !) তাঁহারই এবাদত কর এবং তাঁহারই উপর ভরসা রাখ, আর যাহা কিছু তোমরা করিতে রহিয়াছ (হে নবি !) নহেন

رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝ ع

রাব্বোকা বেগা-ফেলেন্‌ অম্মা তা'-মালূন। ৫

তোমার পালনকারী তাহা হইতে গাফেল।

ع ১০/১০ রুকু

ছুরা—ইউছোফ মক্কায় নাজেল হয়	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিছ্‌মিল্লা-হির্‌রাহ্‌মা-নির্‌রাহীম্‌। অতি দয়াবান পরম কৃপালু আল্লা'র নামে।	এই ছুরায় ১২শ রুকু এবং ১১১ আয়ত।

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ قف اِنَّا

আলেফ্‌-লা—ম্‌-রা, তেল্‌কা আ-য়্যা-তোল্‌ কেতা-বেল্‌ মোবীন। ইন্‌না—

আলেফ-লা—ম্‌-রা-, ইহা (অর্থাৎ এই ছুরা) সুস্পষ্ট গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের) কতিপয় আয়ত। (১) আমি

اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ نَحْنُ

আন্‌যাল্‌না-হো কোর্‌আ-নান্‌ আরাবীয়্যাল্‌ লাআল্লাকুম্‌ তা'-কেলূন। নাহ্‌নো

এই কোরআনকে (এজন্য) আরবী ভাষায় অবতরণ করিয়াছি যাহাতে তোমরা (অর্থাৎ আরববাসীগণ এই কোরআনকে ভালমতে) বুঝিতে সক্ষম হও তোমাদের মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে এই কোরআনকে (এবং তোমাদের দ্বারায় অন্যান্য লোক বুঝিতে পারে)। (হে নবি !) আমি

نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هٰذَا

নাকোছ্‌ছো আলায়্‌কা আহ্‌ছানাল্‌ কাছাছে বেমা— আও্‌হায়্‌না— এলায়্‌কা হা-জাল্‌

তোমাকে একটী উত্তম হইতে উত্তম কেচ্ছা শুনাইতেছি যাহা আমি তোমার দিকে অহী করিয়াছি এই

---

(১) কোরআনকে ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহার মর্ম্ম যুক্তিযুক্ত এবং সাধারণবোধ্য।

الْقُرْاٰنَ ۖۗ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ

কোর্আ-না, অইন্ কোন্তা মেন্ কাব্‌লেহী লামেনাল্ গা-ফেলীন। এজ্ কা-লা

কোরআন প্রেরণ করতঃ, আর তুমি ইহার (অর্থাৎ কোরআন নাজেল হওয়ার) অগ্রে (এ সকল বিষয়ে) নিশ্চয়ই কিছুই জানিতে না। (সেই এক সময় ছিল) যখন বলিয়া ছিল

يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

ইউ্ছোফো লেআবীহে ইয়্যা—আবাতে ইন্নী রাআয়্‌তো আহাদা আশারা কাও্কাবাঙ্

ইউছুফ নিজের পিত (ইয়াকুব)কে যে হে পিতঃ! আমি (স্বপ্নে) দেখিয়াছি একাদশ নক্ষত্র

وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِىْ سٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ يٰبُنَىَّ

অশশাম্‌ছা অল্-কামারা রাআয়্‌তোহুম্ লী ছা-জ্বেদীন। কা-লা ইয়্যা-বোনায়্য়্যা

এবং সূর্য্য ও চন্দ্রকে আমি দেখিলাম যে উহারা সকলে আমাকে ছেজ্‌দাহ করিতেছে। (ইয়াকুব) বলিল হে আমার (কনিষ্ঠ) পুত্র

لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلٰۤى اِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا ؕ

লা- তাক্‌ছোছ্ রো'-য়্যা-কা আলা— এখ্‌অতেকা ফায়্যাকীদূ লাকা কায়্‌দা-,

তুমি যেন তোমার স্বপ্ন-কথা তোমার ভ্রাতাগণকে বলিও না (উহারা শুনিতে পাইলে) তোমাকে (কোন না কোন) বিপদে ফাঁসাইবার তদ্‌বীর করিতে লাগিয়া যাইবে,

---

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ

ইন্নাশ্‌শায়্‌তা-না লেল্-এন্‌ছা-নে আদূভোম্ মোবীন। অকাজা-লেকা য়্যাজ্‌তাবীকা

নিঃসন্দেহ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু (শয়তান উহাদিগকে দাগা না দিয়া চুপ থাকিবে না) আর এই ভাবেই তোমাকে মনোনীত করিবেন

رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ

রাব্বোকা অইয়্যোআল্লেমোকা মেন্ তা-ভীলেল্ আহা-দীছে অইয়্যোতেম্মো নে'-মাতাহূ

তোমার পালনকারী এবং তোমাকে (তিনি) স্বপ্ন বিষয়ের বৃত্তান্ত শিক্ষা দিবেন আর (আল্লাহ্ সেইরূপই) পূর্ণ করিবেন নিজের নে'মাতকে

عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ

আলায়কা অআলা— আ-লে য়্যা'-ক্বূবা কামা— আতাম্মাহা- আলা— আবাঅয়্কা

তোমার প্রতি এবং ইয়াকুবের (অর্থাৎ আমার) বংশের প্রতি যদ্রূপ পূর্ণ করিয়া ছিলেন (তিনি তাঁহার নে'মাতকে তোমার পিতামহ-প্রপিতামহের

مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ لَّقَدْ

মেন্ ক্বাব্লো এবরা-হীমা অএছ্হা-ক্ব, ইন্না রাব্বাকা আলীমোন্ হাকীম। ৫ লাক্বাদ্

(অর্থাৎ) এছহাক ও এবরাহীমের প্রতি অগ্রে, নিশ্চয়ই তোমার পালনকারী (সকলের অবস্থা বিষয়ে) জ্ঞাত এবং হেকমতবিশিষ্ট। (২) অবশ্য নিশ্চয়ই

৫ ১/১১ রুকু

كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ ۝ إِذْ قَالُوا

কা-না ফী ইউছোফা অএখ্ অতেহী— আ-য়্যা-তোল্‌লেছ্‌ছা—এলীন। এজ্ ক্বা-লূ

রহিয়াছে ইউছফ ও তাহার ভ্রাতাগণের (ব্যাপার সমূহের) মধ্যে বিস্তর নিদর্শন (হে নবি ! পরীক্ষামূলক ভাবে তোমার নিকট বানী-এছরায়ীলের মিছরে বসবাস করার কারণ সম্বন্ধে) প্রশ্নকারী (য়িহুদী)দিগের জন্য। যখন বলিয়াছিল

لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۚ

লাইউছোফো অআখূহো লাহাব্বো এলা— আবীনা- মেন্না- অনাহ্নো ওছ্বাহ্,

(ইউছফের বিমাতা ভ্রাতাগণ আপোষে) যে আমরা সহোদর ভ্রাতাগণ (এক) বড়দল হওয়া সত্ত্বেও ইউছফ ও উহার (সহোদর) ভ্রাতা (বেন্-ইয়ামীন) আমাদের পিতার আমাদের হইতে নিশ্চয়ই খুবই বেশী প্রিয়পাত্র,

إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ

ইন্না আবা-না- লাফী দলা-লেম্ মোবীনে ;— নেক্‌তোলূ ইউছোফা আভেৎরাহুহো

নিঃসন্দেহ আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে রহিয়াছেন। (অতএব হয়) ইউছফকে বধ কর কিম্বা তাহাকে ফেলিয়া দিয়া আইস

أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا

আর্দাই-য়্যাখ্‌লো লাকুম্ অজ্‌হো আবীকুম্ আতাকূনূ মেম্‌বা'-দেহী ক্বাওমান্

কোথাও যাহাতে পিতার দৃষ্টি কেবল তোমাদেরই দিকে পড়ে আর ইহারা (অর্থাৎ কাজ করার) পর হইতে তোমাদের (সকল) কাজ

(২) হজরত ইউছফ (আঃ) এর "নছব-নামা"র একটী হাদিছে এইরূপ উল্লেখ আসিয়াছে :— আল্-করীম পুত্র আল্-করীমের, অত্র আল্-করীম পুত্র আল্ করীম ইউছফের, ইনি ইয়াকুবের পুত্র, ইয়াকুব এছহাকের পুত্র, এছহাক এবরাহীমের পুত্র। এই বংশানুক্রমিকের দিক দিয়া পিতামহ-প্রপিতামহের পরস্পরের শ্রেনী-সন্নিবেশার্থ আমি (অনুবাদক) হজরত এছহাক হজরত এবরাহীমের উপর তরজমায় অগ্রনী রাখিয়াছি।

صٰلِحِيْنَ ۝ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ وَاَلْقُوْهُ

ছা-লেহীন। ক্বা-লা ক্বা—এলোম্ মেন্‌হুম্ লা- তাক্‌তোলূ ইউছোফা অআল্‌ক্বূহো

ঠিক হইয়া যায়। উহাদের মধ্যকার জনৈক কথোপকথনকারী বলিল—ইউছফকে প্রাণে বধ করিও না উহাকে (লইয়া গিয়া) নিক্ষেপ কর (কোনও)

فِيْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِنْ كُنْتُمْ

ফী গায়্যা-বাতেল্-জোব্বে য়্যাল্‌তাক্বেৎহো বা'-দোছ্‌ছায়্যা-রাতে ইন্ কোন্তুম্

অধিক গহ্বর কূপে (যাহাতে) কোন পথিক (কাফেলা) উহাকে (কূপ হইতে) উঠাইয়া লইবে যদি তোমাদের (এইরূপই) করার

فٰعِلِيْنَ ۝ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مَا لَكَ لَا تَاْمَنَّا عَلٰى يُوْسُفَ

ফা-এলীন। ক্বা-লূ ইয়্যা—আবা-না- মা-লাকা লা- তা'-মান্না- আলা- ইউছোফা

দরকার হইয়া থাকে। (তখন ইয়াকুবের কাছে) সকলে (মিলিয়া) বলিল হে পিতা! ইহার কারণ কি যে আপনি ইউছফের সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশ্বাস করেন না

وَاِنَّا لَهٗ لَنٰصِحُوْنَ ۝ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْتَعْ وَيَلْعَبْ

অইন্না- লাহূ লানা-ছেহূন। আর্‌ছেল্‌হো মাআনা- গাদাই য়্যার্‌তা'- অয়্যাল্‌আব্

অথচ আমরা ত নিশ্চয়ই উহার কল্যাণকামী। উহাকে (অর্থাৎ ইউছফকে) আগামী কল্য আমাদের সাথে পাঠাইয়া দিবেন (যাহাতে বনের ফল-ফুলোড়ী) ভর্ত্তি-পেট খাইবে এবং (কিছু) খেল কুদা করিবে

وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ۝ قَالَ اِنِّيْ لَيَحْزُنُنِيْۤ اَنْ تَذْهَبُوْا بِهٖ

অইন্না- লাহূ লাহা-ফেজূন। ক্বা-লা ইন্নী লায়্যাহ্‌যোনোনী— আন্ তাজ্‌হাবূ বেহী

আর আমরা উহার রক্ষণাবেক্ষণের জেম্মাদার রহিলাম। (৩) (ইয়াকুব) বলিল তোমাদের উহাকে লইয়া যাওয়া ত আমাকে কষ্টকর বোধ হইতেছে

وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ ۝ قَالُوْا

অআখা-ফো আয়্যঁ-য়্যা'-কোলাহোজ্‌জে'-বো অআন্তুম আন্‌হো গা-ফেলূন। ক্বা-লূ

আর আমি (ইহারও) ভয় করিতেছি যে (এরূপ না হয়) কোথাও তোমরা উহার হইতে গাফেল থাক আর উহাকে ব্যাঘ্র খাইয়া ফেলে। উহারা বলিল

---

(৩) হজরত ইউছোফের বিমাতা ভ্রাতারা জঙ্গলে বকরী চরাইতে লইয়া যাইত, এই উপলক্ষে উহারা হজরত ইউছোফকে নিজেদের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিল।

لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُوْنَ ○

লাএন্ আকালাহোজজে’-বো অনাহনো ওছ্‌বাতোন্ ইন্না— এজাল্ লাখা-ছেরূন।

আমরা এতলোক থাকা সত্ত্বেও যদি উহাকে ব্যাঘ্র খাইয়া যায় তবে তদবস্থায় ত আমরা অকর্ম্মাই গণ্য হইব।

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهٖ وَأَجْمَعُوْا أَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِىْ غَيٰبَتِ الْجُبِّ ج

ফালাম্মা- জাহাবু বেহী অআজ্‌মাউ— আইঁয়্যাজ্‌আলূহো ফী গ্বায়্যা--বাতেল্-জোব্বে,

অবশেষ যখন উহারা (ইয়াকুবের সম্মতিক্রমে) ইউছফকে (নিজেদের সঙ্গে) লইয়া গেল এবং সকলে এই কথার উপর একমত হইল যে ইহাকে কোনও অধিক গহ্বর কূপে নিক্ষেপ করিতে হইবে (তখন সকলে যাহা মনস্থ করিয়া ছিল তাহাই করিয়া বসিল),

---

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ

অআওহায়্‌না— এলায়্‌হে লাতোনাব্বেআন্নাহুম বেআম্‌রেহিম্ হা-জা- অহুম্

আর আমি (তখন) ইউছফের দিকে অহী পাঠাইলাম যে (তুমি মন ছোট করিও না, এমন একদিন আসিবে যে) তুমি ইহাদের এই দুর্ব্ব্যবহারের বিষয়ে ইহাদিগকে হুশীয়ার করিবে আর ইহার

لَا يَشْعُرُوْنَ ○ وَجَاءُوْا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ ط قَالُوْا

লা- য়্যাশ্‌য়োরূন। অজা—উ— আবা-হুম্ এশা—আই য়্যাব্‌কুন। ক্বা-লূ

তোমাকে জানিতে (চিনিতে)ও পারিবে না। ফলকথা উহারা (ইউছফকে কূপে নিক্ষেপ করতঃ) কিছু রাত্রি গতে কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকটে আসিয়া পেঁছিল। (আর) বলিতে লাগিল

يٰأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوْسُفَ

ইয়্যা—আবা-না--- ইন্না- জাহাব্‌না- নাছতাবেক্বো অতারাক্‌না- ইউছোফা

হে পিতঃ! আমরা ত (এক প্রকার) কপাটী খেলিতে গিয়া ছিলাম (৪) আর ইউছফকে আমরা ছাড়িয়া গিয়াছিলাম

عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ج وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ

এন্দা মাতা এনা- ফাআকালাহোজ্জে’-বো, অমা--- আন্তা বেমো’-মেনেল্‌লানা- অলাও

আমাদের আসবাব পত্রের নিকটে ইহারই মধ্যে ব্যাঘ্র (আসিয়া) উহাকে খাইয়া গিয়াছে, আর আপনারত আমাদের কথায় বিশ্বাস জন্মিবে না যদিও

---

(৪) نستبق “নাছ্‌তাবেকো” শব্দটীর উৎপত্তি استباق “এছ্‌তেবাক” হইতে। এই এছ্‌তেবাক” শব্দটীর আভিধানিক অর্থ—“কতকগুলি লোকের এভাবে দাঁড়ানো যে, দেখি কে আগে যাইতে পারে।” যেহেতু একপ্রকারের ‘এছতেবাক’ অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক দৌড় কপাটী খেলাতেও হইয়া থাকে, তজ্জন্য আমি (অনুবাদক) আমাদের দেশ-প্রচলিত মহাবেরা অনুসারে তরজমায় “কপাটী” শব্দ গ্রহণ করিয়াছি।

كُنَّا صَادِقِيْنَ ۝ وَجَآءُوْ عَلٰى قَمِيْصِهٖ بِدَمٍ كَذِبٍ ط قَالَ

কোন্না- ছা-দেকীন। অজ্বা---উ আলা- কামীছেহী বেদামেন্ কাজেবেন্, ক্বা-লা

আমরা সত্য বলিতেছি। আর (উহারা) ইউছফের জামায় মিথ্যামিথ্যি রক্ত(ও লাগাইয়া) আনিয়া ছিল, (ইয়াকুব উহাদের বর্ণনা শ্রবণ করতঃ এবং রক্তযুক্ত জামা দর্শন করতঃ) বলিল

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ط فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط وَاللّٰهُ

বাল্ ছাওঅলাৎ লাকুম্ আন্‌ফোছোকুম্ আম্‌রা-, ফাছাবরোন্ জামীল, অল্লা-হোল্

(ইউছফকে ত ব্যাঘ্র খায় নাই) বরং তোমরা নিজেরা নিজেদের মন হইতে একটী কথা তৈয়ারী করিয়া লইয়াছ, অতএব ছবরই উত্তম, আর আল্লাহ্‌ই

الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ۝ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَاَرْسَلُوْا

মোছ্‌তাআ-নো আলা- মা- তাছেফুন। অজ্বা---আৎ ছায়্‌য়্যা-রাতোন্ ফাআর্‌ছালূ

মদদ করেন সেই বিষয় যাহা তোমরা বর্ণনা করিতেছ। (৫) আর (দৈবাৎ) এক কাফেলা (তথায়) আসিয়া পৌঁছিল এবং উহারা (পানি লইয়া আসিবার জন্য) পাঠাইয়া দিল

وَارِدَهُمْ فَاَدْلٰى دَلْوَهٗ ط قَالَ يٰبُشْرٰى هٰذَا غُلٰمٌ ط

ওয়া-রেদাহুম্ ফাআদ্‌লা- দাল্‌অহূ, ক্বা-লা ইয়্যা-বোশ্‌রা- হা-জা- গোলা-মোন্,

নিজেদের অগ্রগামী ব্যক্তিকে যেমনি সেই ব্যক্তি তাহার ডোল (কূপে) ফেলিল, (ইউছফ তাহাতে অর্থাৎ সেই ডোলে উঠিয়া বসিল এবং কূপ হইতে উঠা মাত্র সেই ব্যক্তি চীৎকার করিয়া), বলিল অতি সুসময় যে—এ-ত বালক,

وَاَسَرُّوْهُ بِضَاعَةً ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَشَرَوْهُ

অআছার্‌রুহো বেদা-আহ, অল্লা-হো আলীমোম্ বেমা- য়্যা'-মালূন। অশারাও্‌হো

আর কাফেলার লোকেরা ইউছফকে তেজারতী মাল স্থির করতঃ লুকাইয়া রাখিল, আর (কাফেলার লোকেরা ত ভাবিয়াছিল যে ইউছফকে লুকাইয়া রাখার খবর কেহ জানে নাই কিন্তু ইউছফের গোপন রাখার) যে তদ্‌বীর উহারা করিতেছিল (তদ্বিষয়) আল্লার বিশেষরূপ জানা ছিল। (ইহারই মধ্যে ইউছফের বিমাতা-ভ্রাতাগণ ইউছফের খবর পাইল, তখন তাহারা কাফেলার লোকদিগের নিকটে আসিয়া ইউছফকে তাহাদের গোলাম বলিয়া কাফেলার লোকদিগের কাছে ইউছফকে বিক্রয় করিল) আর ইউছফকে বিক্রয় করিল

(৫) جميل "জামীল"-এর শাব্দিক অর্থ হইতেছে—উত্তম, ভাল, প্রশংসার্হ। ইহা সেই ছবর অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, যাহা শরিয়ত অনুযায়ী প্রশংসার্হ হয় এবং যাহাতে 'রেজা' ও 'তছলীমে'র খেলাফ কোন কিছু না থাকে। আমাদের প্রচলিত মোহাবেরায় এই মর্ম্মকে ছবর ও শোকর দ্বারা আদায় করা হয়। আর যখন ছবরের সহিত শোকরের মিলন ঘটে, তখন সেই ছবরের 'মাহমূদ' অর্থাৎ প্রশংসার্হ হওয়াতে আর কি কথা থাকিতে পারে।

بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۚ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ۚ

বেছামানেম্ বাখ্ছেন্ দারা-হেমা মা'দূদাহ্, অকা-নূ ফী-হে মেনায্যা-হেদীন।

সামান্য মূল্যে (অর্থাৎ) কতিপয় দের্হামের (*) বিনিময়ে, আর উহারা ইউছফের বিক্রয়ে অনাগ্রহশীল ছিল। (৬)

ع ২ | ১২ রুকু

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ

অক্বা-লাল্লাজেশ্তারা-হো মেম্ মেছ্রা লেম্রাআতেহী--- আক্রেমী মাছ্ওয়া-হো

আর মিছর-এর (লোকদিগের) মধ্যেকার (আজীজ মিছর) যে ব্যক্তি ইউছোফকে (কাফেলার লোকদিগের নিকট হইতে) ক্রয় করিয়াছিল সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ আজীজ-মিছর) তাহার স্ত্রীর (অর্থাৎ জোলায়খার) সাথে বলিল যে ইহাকে ভালভাবে রাখিবে

عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا ۚ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا

আছা--- আয়্-য়্যান্ফাআনা--- আও নাত্তাখেজাহু অলাদা-, অকাজা-লেকা মাক্কান্না-

অসম্ভব নয় যে (এই ছেলেটীর খেদমত) আমাদিগকে উপকৃত করিবে অথবা (হয়ত) ইহাকে আমরা (নিজেদের) পুত্রই করিয়া লইব, (আল্লাহ্ ফর্মাইতেছেন—) আর এই প্রকারে আমি স্থান দিলাম

لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ وَاللَّهُ

লেইউছোফা ফেল্-আর্দে, অলেনোআল্লেমাহু মেন্ তা'-ভীলেল্ আহা-দীছ, অল্লা-হো

ইউছফকে (মিছর) দেশে, (৭) আর (প্রকৃত) উদ্দেশ্য এই ছিল যে আমি (অর্থাৎ আল্লাহ) উহাকে (অর্থাৎ ইউছফকে তাহার স্বপ্নের) কথাগুলির (ধর্ম্মসংক্রান্ত) বৃত্তান্ত শিক্ষা দিই, (৮) আর আল্লাহ্

---

(৬) وشروه "অশারাওহো" হইতে زاهدين "যা-হেদীন" পর্য্যন্ত-এর অর্থে মতভেদ রহিয়াছে। شراء "শারা-আ"-এর অর্থ—"বিক্রয়" ও রহিয়াছে "ক্রয়"ও রহিয়াছে। কিন্তু ক্রয়ের অর্থই বেশী ব্যবহৃত। "বায়্এ" ও "শারা-অ" ক্রয় ও বিক্রয়ের অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। কেহ কেহ এই করণ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কাফেলাওয়ালাগণ হজরত এউছ্ফকে স্বল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া লয়। আ লওয়া-দেওয়ার সময়ে হজরত ইউছফের ভ্রাতাগণের সহিত উহাদের তর্কও বাধিয়া গিয়াছিল, হজরত ইউছফের ভ্রাতাগণ হজরত ইউছফের বিক্রয় সম্বন্ধে ততোধিক সন্তুষ্টও ছিল না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, হজরত ইউছফের ভ্রাতাগণ হজরত ইউছফকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। কারণ তাহাদের কাছে ইউছফের থাকা তাহাদের ভাল লাগিত না। হজরত ইউছফকে তাঁহার ভ্রাতাগণ বিক্রয় করিয়া সন্তুষ্ট ছিল না, কারণ তিনি ত উহাদের সত্যিকার ভ্রাতাই ছিলেন।

(৭) শুরু ছুরাতে উল্লেখ আসিয়াছে যে, য়িহুদীগণ হজরত রছুলে-খোদার নিকট পরীক্ষাভাবে বানী-এছরায়ীলদিগের মিছরে বসবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, এস্থলে তাহারই উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

(৮) অর্থাৎ—হজরত ইউছফ শাহী দরবারে প্রতিপালিত হন এবং বহু ঘটনা তাঁহার সম্মুখে ঘটে।

(*) দের্হাম—আরবী রৌপ্য-মুদ্রা বিশেষ।

غَالِبٌ عَلٰى أَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

গ্বা-লেবোন্ আলা— আম্‌রেহী অলা-কেন্‌না আক্‌ছারান্‌না-ছে লা- য়্যা'-লামূন।

তাঁহার ইচ্ছার (পূরণ-পক্ষের প্রতি) ক্ষমতাবান কিন্তু অধিকাংশ লোক (এই ভেদ) জানে না।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهٗٓ اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ط وَكَذٰلِكَ

অলাম্‌মা-বালাগ্বা আশোদ্দাহূ— আ-তায়্‌না-হো হোক্‌মাঙ্ অএল্‌মা-, অকাজা-লেকা

আর যখন (ইউছুফ) তাহার যৌবনে উপনীত হইল (তখন) আমি তাহাকে বিচার-বুদ্ধি দান করিলাম এবং (দান করিলাম) বিদ্যা, আর এইরূপই

نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِىْ هُوَ فِىْ بَيْتِهَا عَنْ

নাজ্‌য়েল্ মোহ্‌ছেনীন। অরা-অদাৎহোল্লাতী হোওয়া ফী বায়্‌তেহা- আন্

আমি বিনিময় প্রদান করিয়া থাকি পুণ্যশীলগণকে (তাহাদের পুণ্য কার্য্যের)। আর (ঐ জোলায়খা) যাহার গৃহে ইউছুফ ছিল সে ইউছুফের সহিত

نَّفْسِهٖ وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ط قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

নাফ্‌ছেহী অগ্বাল্লাকাতেল্ আব্‌ওয়া-বা অকা-লাৎ হায়্‌তা লাক্, কা-লা মাআ-জাল্‌লা-হে

তাহার (অবৈধ) উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিল এবং (গৃহের) সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং বলিল যে লও আইস, (ইউছুফ) বলিল—মাআজাল্‌লা-হে (অর্থাৎ আল্লার পানাহ্ প্রার্থী হইতেছি)

اِنَّهٗ رَبِّىْٓ اَحْسَنَ مَثْوَاىَ ط اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ○

ইন্‌নাহূ রাব্বী— আহছানা মাছ্‌ওয়া-য়্যা, ইন্‌নাহূ লা- ইয়োফ্‌লেহোজ্‌জা-লেমূন।

নিশ্চয় তিনি (অর্থাৎ তোমার স্বামী) আমার প্রভু তিনি আমাকে ভালভাবে রাখিয়াছেন (আমি তাঁহার আমানতে খেয়ানত করিতে পারি না), কারণ (এ-শ্রেণীর) নেমক-হারামদিগের কখনও নাজাত হইতে পারে না।

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ط

অলাক্বাদ্ হাম্মাৎ বেহী অহাম্মা বেহা-, লাও্‌লা— আঁর্‌রাআ- বোর্‌হা-না রাব্বেহী,

আর নিশ্চয়ই জোলায়খা তো ইউছুফের সহিত অবৈধ-ইচ্ছা করিয়াই চুকিয়া ছিল আর ইউছুফও উহার (অর্থাৎ জোলায়খার) সহিত অবৈধ-ইচ্ছা করিয়া বসিত,—যদি ইউছুফের তাহার পালনকারীর (দিগের) দলীল (অর্থাৎ সে আমার প্রভু……তখন পর্য্যন্ত) হেটে না আসিত,

كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَآءَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا

কাজা-লেকা লেনাছ্‌রেফা আন্‌হোছ্‌ছূ—আ অল্‌-ফাহ্‌শা—আ, ইন্নাহু মেন্‌ এবা-দেনাল্‌

এই প্রকারে (আমি ইউছফকে ঠিক অবস্থায় রাখিয়া ছিলাম) যাহাতে আমি দূরে রাখি ইউছফ হইতে বদকারী ও বে-হায়ায়ী(র কাজ), কোনই সন্দেহ নাই যে ইউছফ আমার মনোনীত

الْمُخْلَصِيْنَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهٗ مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا

মোখ্‌লাছীন। অছ্‌তাবাকাল্‌-বা-বা অকাদ্দাৎ কামীছাহু মেন্‌ দোবোরেঁও অআল্‌ফায়া-

বান্দাগণের মধ্যে ছিল। আর উভয়ে (অর্থাৎ ইউছফ ও জোলায়খা) ঝটপট দরওয়াজার কাছে পৌঁছিল এবং স্ত্রীলোকটী (অর্থাৎ জোলায়খা পলায়মান ইউফকে ধরিতে চেষ্টা করিয়া) পশ্চাৎদিক হইতে ইউছফের পিরহান ছিঁড়িয়া দিল এবং উভয় (অর্থাৎ ইউছফ ও জোলায়খা) পাইল

سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ؕ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ

ছায়্যেদাহা- লাদাল্‌বা বে, কা-লাৎ মা- জাযা—য়ো মান্‌ আরা-দা বেআহ্‌লেকা

স্ত্রীলোকটীর (অর্থাৎ জোলায়খার) স্বামী(অর্থাৎ আজীজ-মিছর)কে দরওয়াজার নিকটে (দণ্ডায়মান দেখিতে), জোলায়খা (তাহার স্বামীর সহিত আগে আগেই) বলিল যে তাহার ইহাই শাস্তি যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে তোমার বিবির (অর্থাৎ ভার্য্যার) সাথে

سُوْٓءًا اِلَّآ اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ قَالَ هِيَ

ছু—আন্‌ ইল্লা— আয়্‌-ইয়োছ্‌জানা আও আজা-বোন্‌ আলীম। কা-লা হেয়া

বদকারীর হয় তাহাকে কারাগারে দেওয়া হউক কিম্বা (অন্য) কোন কঠোর শাস্তি (প্রদান করা হউক)। (ইউছফ) বলিল এ (অর্থাৎ জোলায়খা

رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ

রা-অদাৎনী আন্‌নাফ্‌ছী অশাহেদা শা-হেদোম্‌ মেন্‌ আহ্‌লেহা-, ইন্‌ কা-না কামীছোহু

নিজেই) আমার সহিত আমাকে চাহিয়াছিল আর উহার (অর্থাৎ জোলায়খার) বাড়ীর লোকদিগের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি সাক্ষী (স্বরূপ) এই কথা বলিল যে, ইউছফের পিরহান (দেখা হউক)

قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَاِنْ كَانَ

কোদ্দা মেন্‌ কোবোলেন্‌ ফাছাদাকাৎ অহোওয়া মেনাল্‌ কা-জেবীন। অইন্‌ কা-না

যদি সম্মুখ হইতে ছিঁড়িয়া থাকে তবে জোলায়খা সত্যবাদী এবং ইউছফ মিথ্যাবাদী। আর যদি

قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝

কামীছোহু কোদ্দা মেন্ দোবোরেন্ ফাকাজাবাৎ অহোওয়া মেনাছ্ছা-দেক্কীন।

উহার পিরহান পশ্চাৎ হইতে ছিঁড়িয়া থাকে তবে জোলায়খা মিথ্যাবাদী এবং ইউছফ সত্যবাদী। (৯)

فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ ط

ফালাম্মা- রাআ- কামীছাহু কোদ্দা মেন্ দোবোরেন্ কা-লা ইন্নাহু মেন্ কায়্দে কোন্না,

অনন্তর যখন (জোলায়খার স্বামী) ইউছফের পিরহান পশ্চাতে ছেঁড়া দেখিতে পাইল তখন সে (তাহার স্ত্রীকে) বলিল ইহা(ও) এক কলা তোমাদের (অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের),

---

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۝ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا

ইন্না কায়্দা কোন্না আজীম। ইউছোফো আ'-রেদ্ আন্ হা-জা-,

নিঃসন্দেহ তোমাদের কলা খুবই ভয়ঙ্করী। (আর ইউছফের দিকে মুখ ফিরাইয়া জোলায়খার স্বামী বলিল যে,) ইউছফ! ইহাকে ছাড়িয়া দাও,

---

৫
৩
—
১২
রুকু

وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝ وَقَالَ

অছতাগ্‌ফেরী লেজাম্বেকে, ইন্নাকে কোন্তে মেনাল্ খা-তেয়ীন। ৫ অক্বা-লা

আর হে জোলায়খা! তুমি তোমার কসুরের (জন্য) ক্ষমা চাও, কারণ আগাগোড়া তোমারই দোষ। এবং রটাইয়া দিল

نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ

নেছ্ওতোন্ ফেল্ মাদীনাতেম্‌রাআতোল্ আযীযে তোরা-ভেদো ফাতা-হা- আন্ নাফ্‌ছেহী,

শহরে স্ত্রীলোকেরা যে আজীজ (মিছর)-এর স্ত্রী নিজের গোলামের সহিত (অবৈধ) উদ্দেশ্য সিদ্ধির পশ্চাতে লাগিয়াছে,

---

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ط إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا

কাদ্ শাগ্গাফাহা- হোব্বান্, ইন্না- লানারা-হা- ফী দলা-লেম্ মোবীন। ফালাম্মা-

গোলামের প্রেম উহার (অর্থাৎ জোলায়খার) মনের মধ্যে বসিয়া গিয়াছে, আমাদের নিকট ত সে (অর্থাৎ জোলায়খা) সুস্পষ্ট ভুল-পথে রহিয়াছে। ফল কথা যখন

---

(৯) একটী হাদিছে উক্ত আছে যে, এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল জোলায়খার মামাতো দুগ্ধপোষ্য ভ্রাতা। সে উহা আল্লার কোদ্‌রতেই বলিয়াছিল।

سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً

ছামেআৎ বেমাকৃরেহেন্না আর্ছালাৎ এলায়্হেন্না অআ'-তাদাৎ লাহোন্না মোত্তাকাআঙ্

(অজীজ-মিছরের) স্ত্রীটী উহাদের (অর্থাৎ মিছর শহরস্থ স্ত্রীলোকদিগের) দুর্নাম রটনা শুনিতে পাই-(তখন) তাহাদিগকে (নিজের নিকটে লোক মারফত) ডাকিয়া পাঠাইল এবং উহাদের জন্য একটী গৃহ সজ্জিত করিল

وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ

অআ-তাৎ কোল্লা ওয়া-হেদাতেম্ মেন্হোন্না ছেক্কীনাঙ্ অক্কা-লাতেখ্রোজ্ আলায়্হেন্না,

আর (ফল কাটিয়া খাইবার জন্য) এক একটী চাকু উহাদের প্রত্যেকেরই হাওলা করিল এবং (ঠিকঠাক হইলে পর ইউছফকে) বলিল—ইহাদের সম্মুখে বাহিরে আইস (এবং একটু নিজের রূপ দেখাইয়া দাও)

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ وَقُلْنَ

ফালাম্মা- রাআয়্নাহূ— আক্বার্নাহূ অক্কাৎতা'-না আয়্দেয়্যাহোন্না, অক্বোল্না

তারপর যখন (সেই স্ত্রীলোকেরা) ইউছফকে দেখিল তখন তাহাদের ইউছফের (রূপ ও যৌবনের) প্রতি এরূপ আসক্তি জাগিল যে তাহারা ধৈর্য্যহীন হইয়া (ফল কাটিতে কাটিতে) নিজেদের হাত কাটিয়া বসিল, এবং বলিতে লাগিল

حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

হা-শা লেল্লা-হে মা- হা-জা- বাশারান্ ইন্ হা-জা— ইল্লা- মালাকোন্ কারীম।

হা-শা লেল্লা-হে (১০)—এ-ত মানুষ নহে, হউক না হউক এ এক দয়ার আধার ফেরেশ্তা। (১১)

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن

ক্বা-লাৎ ফাজা-লেকোন্নাল্লাজী লোম্তোন্নানী ফী-হে, অলাক্বাদ্ রা-অত্তোহূ আন্

জোলায়খা বলিল—(সে-ত) এই-ই যাহার সম্বন্ধে তোমরা আমার দুর্নাম রটাইতেছ, আর নিশ্চয়ই আমি ইহার সহিত (অবৈধ) উদ্দেশ্য সাধন করিতে

(১০) حاش لله "হা-শা লেল্লা-হে" আরবীর দিক দিয়া তো سبحان الله "ছোবহা-ন্ আল্লাহ্"-এর অর্থ ধারণ করে এবং উর্দ্দুতে এই 'হা-শা লেল্লা-হে' শব্দের ব্যবহার-স্থল পৃথক পৃথক। "ছোবহা-ন্ আল্লাহ্" এবং "হা-শা লেল্লা-হে" শব্দদ্বয় একই প্রকার অর্থ ধারণ করিলেও "হা-শা লেল্লা-হে" শব্দ একটু অধিক জোর অর্থ ধারণ করে। ইদানীং দিল্লীর নারীগণ এরূপ ক্ষেত্রে "হা-শা আল্লা-হ্" শব্দ ব্যবহার করিতেছে।

(১১) ফেরেশ্তাদের নূরে সৃষ্টি ইহা তো জানা কথা, এই জন্যই মিছরীয় স্ত্রীলোকেরা রূপ ও সৌন্দর্য্যের আধার হজরত ইউছফকে ফেরেশ্তা বলিয়াছিল।

نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ

নাফ্ছেহী ফাছ্তা'-ছামা, অলায়েঁল্ লাম্ য়্যাফ্আল্ মা আ-মোরোহ, লাইয়োছ্জ্জানান্না

চাহিয়া ছিলাম কিন্তু এ আত্মরক্ষা করিয়াছে, আর যাহা (অর্থাৎ যে অসৎ কার্য্য) করিতে আমি ইহাকে বলিতেছি যদি (এ) তাহা না করে তবে নিশ্চয়ই (ইহাকে) বন্দী করা হইবে

وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا

অলায়্যাকুনাম্ মেনাছ্ছা-গ্বেরীন। ক্বা-লা রাব্বেছ্ছেজ্জ্নো আহাব্বো এলায় য়্যা মেম্মা-

এবং নিশ্চয়ই অপদস্থ(ও) হইবে। (ইহা শ্রবণ করতঃ ইউছফ তখনই দোআ করিল—হে আমার পালনকারী বন্দী থাকা আমার পক্ষে উহা অপেক্ষা অধিকতর পছন্দ যাহার (অর্থাৎ যে-কুকার্য্যের) দিকে (এই স্ত্রীলোক অর্থাৎ জেলায়খা)

يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ

য়্যাদ্উনানী— এলায়্হে, অইল্লা-তাছ্রেফ্ আন্নী কায়্দাহোন্না আছ্বো এলায়্হেন্না

আমাকে আহ্বান করিতেছে, আর যদি আপনি ইহাদের কলা-কৌশলকে আমার হইতে দূর না করেন তাহা হইলে আমি ইহাদের দিকে আকৃষ্ট

وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ

অআকোম্ মেনাল্ জ্বা-হেলীন। ফাছ্তাজ্বা-বা লাহ্, রাব্বোহ্, ফাছারাফা আন্হো

এবং নাদানদিগের মধ্যে(র একজন নাদান) হইয়া যাইব। তখন ইউছফের দোআ কবুল করিলেন ইউছফের পালনকারী অনন্তর ইউছফ হইতে দূর করিয়া দিলেন

كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ

কায়্দা হোন্না, ইন্নাহ্, হোওয়াছ্ছামীওল্ আলীম। ছোম্মা বাদা- লাহুম্ মেম্ বা'-দে

স্ত্রীলোকদিগের কলা-কৌশল, নিঃসন্দেহ আল্লাহ্-ই (সকলের বোল) শুনেন (এবং সব কিছু) জানেন। তারপর (আজীজ-মিছর ও তাহার) লোকেদের (ইউছফের সচ্চরিতার) নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিবার পর(ও

مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ وَدَخَلَ

মা- রাআভোল্-আ-য়্যা-তে লায়্যাছ্জোনোন্নাহ্, হাৎতা- হী-ন্। ع অদাখালা

জোলায়খার আসক্তির এবং ইউছফকে উহার চক্ষু হইতে দূরে রাখার জন্য) ইহাই উত্তম বিবেচিত লইল যে এক বিশেষ সময় পর্য্যন্ত ইউছফকে বন্দী রাখে। অন্য (এরূপ দৈব ঘটনা ঘটিল যে) প্রবেশ করিল

ع ৪/১৪ রুকু

مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ

মাআহোছ্‌ছেজ্‌না ফাতায়্যা-নে, ক্বা-লা আহাদো হোমা— ইন্‌নী— আরা-নী—

ইউছফের সাথে (আরও) দুইজন জোয়ান লোক (১২) বন্দী-শিবিরে, (আর উহারা উভয়ে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, ইউছফকে বোজর্গ ব্যক্তি মনে করিয়া তা'বীর অর্থাৎ স্বপ্নবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসার্থ) উভয়ের এক ব্যক্তি (ইউছফকে) বলিল—আমি (যেন) দেখিতেছি যে

اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَقَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ

আ'-ছেরো খাম্‌রা-, অক্বা-লাল্ আখারো ইন্‌নী— আরা নী— আহ্‌মেলো ফাও্‌ক্বা

শরাব (প্রস্তুত করণার্থ আঙ্গুরের রস) নিংড়াইতেছি, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল—আমি (যেন) দেখিতেছি যে তুলিয়া রাখিয়াছি রুটী

رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا

রা'-ছী খোব্‌যান তা'-কোলোৎতায়্‌রো মেন্‌হো, নাব্বে'-না- বেতা'-ভীলেহী, ইন্‌না-

নিজের মাথার উপর (আর) পাখী উহা (রুটী) হইতে খাইয়া যাইতেছে, (হে ইউছফ !) আমাদিগকে ইহার (অর্থাৎ এই স্বপ্নের) তা'-বীর (অর্থাৎ বৃত্তান্ত) বলিয়া দাও, কারণ

نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝ قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ

নারা-কা মেনাল্ মোহ্‌ছেনীন। ক্বা-লা লা- য়্যা'-তীকোমা- তাআ-মোন্ তোর্‌যাক্বা-নেহী—

আমরা তোমাকে সৎলোক দেখিতেছি। (১৩) (ইউছফ) উত্তর করিল যে যে-খাদ্য তোমাদিগকে (জেলে) মিলিবে (আর তাহার সময় নিকটেই

(১২) ইহাদের একজন বাদশাহের ছাকী এবং অন্যজন বাবুর্চ্চি ছিল। উভয়েই বাদশাহ্‌কে বিষ পান করানো দোষে দোষী হইয়াছিল।

(১৩) চিরকালই লোকদিগের এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সেই লোকেরাই ঠিকভাবে বলিতে পারেন, যাঁহাদের আত্মাগুলির গোপন অভিজ্ঞতার জন্য পবিত্র জাহানের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। আর উহারই ফলে মানুষের মনুষ্যস্বভাবের উপরও জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া থাকে। যথা আবদুল্লাহ্ বেন্ ছালাম্ হজরত রছুলে-খোদাকে দেখিবামাত্রই বলিয়া ছিল— ما هذا بوجه كذاب অর্থাৎ— "এভাবের আকৃতি ও চেহেরাবিশিষ্ট লোক মিথ্যা বলিতে পারে না।" অনুরূপই কয়েদীদ্বয়ের হজরত ইউছফের সম্বন্ধে খেয়াল জাগিয়া থাকিবে যে, এই ব্যক্তি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত যথাযথই বিবৃত করিবে।

একটী হাদিছে এইরূপ উল্লেখ আসিয়াছে যে, পয়গাম্বরীর ষাট অংশের মধ্যে এক অংশ হইতেছে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا

ইল্লা- নাব্বা'-তোকোমা- বেতা'-ভীলেহী ক্বাবলা আয়্-য়্যা'-তেয়্যাকোমা-, জা-লেকোমা-

তাহা তোমাদের নিকট পর্য্যন্ত আসিতেও পারিবে না উহার আসিবার আগে (আগেই তোমাদের) স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব, ইহা (অর্থাৎ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত)

مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

মেম্মা- আল্লামানী রাব্বী, ইন্নী তারাক্তা মেল্লাতা ক্বওমেল্ লা- ইয়ো'-মেনূনা

সেই বিষয় যাহা আমাকে আমার পালনকর্ত্তা শিক্ষা দিয়াছেন, নিশ্চয় আমি (শুরু হইতে) তাহাদের মজহাব ছাড়িয়া বসিয়া আছি যাহারা বিশ্বাস পোষণ করে না

بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي

বেল্লা-হে অহুম্ বেল্-আ-খেরাতে হুম্ কা-ফেরূন। অত্তাবা' তো মেল্লাতা আ-বা—য়ী—

আল্লার প্রতি আর তাহারা পরকালেরও মোন্কের। আর আমি চলিতে রহিয়াছি

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ

এব্রা-হীমা অএছ্হাক্বা অয়্যা'-ক্বূবা', মা- কা-না লান— আন্ নোশ্রেকা

নিজের পিতা-পিতামহগণের (অর্থাৎ) এব্রাহীম ও এছহাক এবং এয়াকুবের দীনের উপর, আমাদের পক্ষে উচিত নহে যে

بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ

বল্লা-হে মেন্ শায়্এন্, জা-লেকা মেন্ ফাদ্লেল্লা-হে আলায়্না- অআলান্না-ছে

আল্লার সাথে আমরা কোন জিনিষকে শরিক স্থির করি, ইহা (অর্থাৎ এই আকীদা) আল্লার একটা অনুকম্পা (যাহা তিনি) আমাদের প্রতি এবং লোকদিগের প্রতি (করিয়াছেন)

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ

অলা-কেন্না আক্ছারান্না-ছে লা- য়্যাশ্কোরূন। ইয়্যা-ছা-হেবাএছ্ছেজ্ নে

কিন্তু অধিকাংশ লোক (তাঁহার এই নে'মতের) শোকর করে না। (১৪) হে কারা-বন্ধুদ্বয়!

(১৪) পয়গাম্বরদিগের সম্বন্ধে তাওহীদের আকীদা যে আল্লার করুণা, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। আর ইহাও সকলের জানা কথা যে, পয়গাম্বরই আদম-সন্তানের নাজাতের উপলক্ষ। আর লোকদিগের সম্বন্ধে শুরু হইতেই পয়গাম্বরদিগের আগমন আল্লার অনন্ত করুণা। কারণ পয়গাম্বর ওম্মৎকে তাওহিদী আকীদা শিক্ষা দান করেন এবং মুক্তির পথে লইয়া যান।

ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

আআর্‌বা-বোম্ মোতাফার্‌রেকূনা খায়্‌রোন্ আমেল্‌লা-হোল্ ওয়া-হেদোল্ ক্বাহ্‌হা-র্।

(বল ত—) ভিন্ন ভিন্ন মা'বুদ উত্তম না-কি এক আল্লাহ্‌

(ও) জবরদস্ত ?

مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ

মা- তা'-বোদূনা মেন্ দুনেহী— ইল্লা অছ্‌মা—আন্ ছাম্মায়্‌তোমূহা— আন্তুম্

তোমরা ত আল্লার ছাড়া (সেই) নামগুলিরই পূজা-পাঠ করিয়া থাক যে নাম ধরিয়া লইয়াছ

সেগুলির তোমরা

وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط اِنِ الْحُكْمُ

অআ-বা—ওকুম্ মা— আনযালাল্‌লা-হো বেহা- মেন্ ছোল্‌তী-ন্ এনেল্ হোক্‌মো

ও তোমাদের পিতৃপুরুষগন (অথচ) আল্লাহ্ ত অবতরণ করেন নাই সেগুলির (মা'-বুদ হওয়ার)

কোনই দলীল, (সারা সৃষ্টিজগতে)

হুকুমজারী ত

اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ ط ذٰلِكَ

ইল্লা- লেল্লা-হে, আমারা আল্লা- তা'-বোদূ— ইল্লা--- য়ীয়্যা-হে', জা-লেকাদ্-

কেবল (এক) আল্লারই রহিয়াছে, (আর) তিনি হুকুম করিয়াছেন যে স্রেফ তাঁহারই

পূজা-পাঠ কর, ইহাই

الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

দীনোল্ ক্বায়্যোমো অলা-কেন্‌না আক্‌ছারান্‌না-ছে লা- য়্যা'-লামূন

দীন(এর) সরল (পথ) হইতেছে কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

يٰصَاحِبَيِ السِّجْنِ اَمَّآ اَحَدُكُمَا فَيَسْقِيْ رَبَّهٗ خَمْرًا ج

ইয়্যা---ছা-হেবায়েছ্‌ছেজ্‌নে আম্‌মা-- আহাদোকোমা- ফায়্যাছ্‌কী রাব্বাহূ খাম্‌রান্,

হে কারা-বন্ধুদয়! তোমাদের উভয়ের এক ব্যক্তি (যে আঙ্গুরের রস নিংড়াইতে দেখিয়াছে সেই

ব্যক্তি) ত নিজের প্রভুকে (দস্তুর মত) শরাব

পান করাইবে,

وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ۚ قُضِيَ

অআম্মাল্‌আ-খারো ফাইয়্যোছ্‌লাবো ফাতা'-কোলোৎতায়্‌রো মের্রা'-ছেহী, ক্বোদেয়্যাল্‌

আর দ্বিতীয়ব্যক্তি (যাহার মাথার উপর রুটী রহিয়াছে দেখিয়াছে তাহাকে শূলে দেওয়া হইবে আর পাখীতে তাহার মস্তক (ঠুক্‌রিয়া ঠুক্‌রিয়া) খাইবে, (আল্লার নিকট হইতে) ফয়ছালা হইয়া চুকিয়াছে

الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ

আম্‌রোল্লাজী ফী-হে তাছ্‌তাফ্‌তেয়্যা-ন্‌। অক্বা-লা লেল্লাজী জান্না আন্‌নাহূ

(সেই বিষয়ের) যাহার সম্বন্ধে তোমরা উভয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছিলে। আর বলিল (ইউছফ উহাদের উভয়ের মধ্যেকার) তাহাকে যাহার সম্বন্ধে অনুমান করিয়াছিল যে সে

نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ

না-জেম্‌ মেন্‌হোমাজ্‌কোর্‌নী এন্দা রাব্বেকা, ফাআন্‌ছা-হোশ্‌শায়্‌তা-নো জেক্‌রা

মুক্তি পাইবে আমার বিষয়ে আলোচনা করিও তোমার প্রভুর কাছে, কিন্তু ভুলাইয়া দিল তাহাকে শয়তান আলোচনা করিতে

---

৫ ৫ / ১৫ রুকু

رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۞ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي

রাব্বেহী ফালাবেছা ফেছ্‌ছেজ্‌নে বেদ্‌আ ছেনীন। ৪ অক্বা-লাল্‌ মালেকো ইন্‌নী—

তাহার প্রভুর কাছে ফলে কারাগারে রহিল (ইউছফ) কত বৎসরই। আর (এই সময়ে) বাদশাহ্‌ (ও একটী স্বপ্ন দেখিল এবং) নিজের ইয়ারগণের সহিত (তাহা) বর্ণনা করিল—আমি

أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ

আরা- ছাব্‌আ বাক্বারা-তেন্‌ ছেমা-নেই য়্যা'-কোলোহোন্না ছাব্‌ওন্‌ এজ্বা-ফোঙ্‌

(স্বপ্নে) দেখিলাম (যেন) সাতটী (মোটাতাজা) গরু (রহিয়াছে আর) সেই গরুগুলিকে সাতটী (শুষ্ক) শীর্ণকায় গরু খাইতে লাগিয়াছে

وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ۖ يَا أَيُّهَا

অছাব্‌আ ছোম্‌বোলা-তেন্‌ খোদ্‌রেঙ অওখারা ইয়্যা-বেছা-তেন্‌, ইয়্যা—আয়্‌ইয়্যোহাল্‌

আর (আমি ইহাও স্বপ্নে দেখিলাম যেন) সাতটী সবুজ বাল্দি (অথবা খোল অথবা শিশ রহিয়াছে) এবং অপর সাতটী শুষ্ক, হে

الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالُوا

মালায়ো আফ্‌তুনী ফী রো'-য়্যা-য়্যা ইন্ কোন্তুম্ লের্রো'-য়্যা- তা'-বোরূন। ক্বা-লূ—

দরবারস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি তোমাদের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত-বিদ্যা জানা থাকে তাহা হইলে আমার (এই) স্বপ্ন সম্বন্ধে আমার কাছে তোমাদের মত ব্যক্ত কর (অর্থাৎ ইহার বৃত্তান্ত-কথা আমাকে জানাও)। উহারা (অর্থাৎ দরবারীগণ) বলিল

أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ۝

আদ্‌গ্বা-ছো আহ্‌লা-মেন্, অমা- নাহ্‌নো বেতা'-ভীলেল্ আহ্‌লা-মে বেআ-লেমীন।

ইহা ত অশুভ স্বপ্ন, আর (এরূপ) অশুভ স্বপ্নের বৃত্তান্ত ত আমরা অবগত নহি।

وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم

অক্বা-লাল্লাজী নাজা- মেন্‌হোমা- অদ্দাকারা বা'-দা ওম্মাতেন্ আনা- ওনাব্বেয়োকুম্

আর (বাদশাহ্ এবং দরবারস্থ লোকদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া) যে ব্যক্তি (ইউছফের সেই) দুই (সাথীদ্বয়)-এর মধ্য হইতে (তদন্তের পর অবশেষে) মুক্তি পাইয়াছিল আর (এক্ষণ) এক যুগের পর (ইউছফের ঘটনার কথা) তাহার স্মরণ পড়িলে সেই ব্যক্তি বলিল যে (যদি) আমাকে (কারাগার পর্য্যন্ত) গমনের অনুমতি দেওয়া হয় তাহা হইলে আমি (ইউছফকে জিজ্ঞাসা করিয়া) তোমাদিগকে বলিয়া দিব

بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا

বেতা'-ভীলেহী ফাআর্‌ছেলুন। ইউ্ছোফো আয়্‌ইয়োহাছ্‌ছেদ্দীকো আফ্‌তেনা-

ইহার বৃত্তান্ত-কথা। (তখন তাহাকে অনুমতি প্রদত্ত হইল, সেই ব্যক্তি কারাগারে যাইয়া ইউছফকে বলিল) হে ইউছফ! (তুমি স্বপ্নের খুবই) সঠিক বৃত্তান্ত দিয়া থাক (অতএব) তুমি (একটী স্বপ্নের সম্বন্ধে) আমাদের সহিত (তোমার) মত প্রকাশ কর

فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ

ফী ছাব্‌এ বাক্বারা-তেন্ ছেমা-নেইঁ য়্যা'-কোলোহোন্না ছাব্‌ওন্ এজা-ফোঙ্ অছাব্‌এ

(তাহা হইতেছে এই) যে সাতটী হৃষ্টপুষ্ট গরুকে সাতটী রুগ্ন(গরু) খাইয়া চলিয়াছে আর সাতটী

سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ

ছোম্‌বোলা-তেন্ খোদ্‌রেঙ্ অওখারা ইয়্যা-বেছা-তেল্—লাআল্লী—আর্‌জেয়ো

সবুজ কান্দি (অথবা থোল অথবা শিশ) এবং সাতটী শুষ্ক, (ইহার উত্তর দাও) তাহা হইলে আমি (যাহাদের নিকট হইতে এখানে আসিয়াছি পুনরায়) ফিরিয়া যাই

إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ج

এলান্‌না-ছে লাআল্‌লাহুম্‌ য়্যা'-লামূন ক্বা-লা তায্‌রাউনা ছাব্‌আ ছেনীনা দাআবান্‌,

(সেই) লোকদিগের কাছে (এবং তোমার প্রদত্ত বৃত্তান্ত-কথা উহাদের কাছে বলে) যাহাতে (তোমার অবস্থা) উহারা জানিয়া যায়। (ইউছফ) বলিল (স্বপ্নের বৃত্তান্ত এই যে) তোমরা দস্তুর মত সাত বৎসরকাল কৃষিকার্য্য করিতে থাকিবে,

---

فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۝

ফামা- হাছাত্তুম্‌ ফাজারুহো ফী ছোম্বোলেহী— ইল্‌লা- ক্বালীলাম্‌ মেম্‌মা- তা'-কোলূন।

অতএব যাহা (অর্থাৎ যে ফসল) তোমরা কাটিবে তাহাকে তাহারই কান্দিগুলি (অথবা খোলগুলি অথবা শিশগুলি)তেই থাকিতে দিবে (যাহাতে শস্য পচিয়া সড়িয়া না যায়) কিন্তু তাহা হইতে সামান্য যাহা তোমাদের আহারের কাজে আইসে (কান্দি খোল বা শিশ হইতে ততটা ত বাহির করিয়া লইতেই হইবে)।

ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ

ছোম্মা য়্যা'-তী মেম্‌ বা'-দে জা-লেকা ছাব্‌ওন্‌ শেদা-দোইঁ য়্যা'-কোল্‌না মা-ক্বাদ্দাম্‌তুম্‌

পুনশ্চ ইহার পরে অতি কঠিন (দুর্ভিক্ষের) সাত (বৎসর) আসিবে তখন তোমরা খাইয়া ফেলিবে সে গুলি যাহা তোমারা (আমার কথা অনুযায়ী) পূর্ব্বে মজুদ রাখিয়াছিলে

لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ۝ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ

লাহোন্না ইল্‌লা- ক্বালীলাম্‌ মেম্‌মা- তোহ্‌ছেনূন। ছোম্মা য়্যা' তী মেম্‌ বা'-দে

ঐ (বৎসর)গুলির জন্য কিন্তু অতি সামান্যই যাহা তোমরা (মধ্যের জন্য) বাঁচাইয়া রাখিবে (ততটাই বাঁচিয়া যাইবে)। পুনশ্চ ইহার পরে (এরূপ) এক বৎসর আসিবে

ع ৬ — ৬ রুকু

ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ع وَقَالَ

জা-লেকা আ-মোন্‌ ফী-হে ইয়োগা-ছোন্‌না-ছো অফী-হে য়্যা'-ছেরূন। ع অক্বা-লাল্‌

যাহাতে (খুবই স্বচ্ছলতা আসিবে) লোকদিগের জন্য বর্ষাও থাকিবে এবং (শস্যের ছাড়া) সেই বৎসর (আঙ্গুরও খুব ফলিবে) লোক (শরাবের জন্য উহার) রসও নিংড়াইবে (ফলকথা, ছাকী ফিরিয়া যাইয়া এ সকল বৃত্তান্ত-কথা বাদশাহ্‌কে বলিল)। আর (তখন) হুকুম করিল

الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ ج فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ

মালেকো'-তূনী বেহী, ফালাম্‌মা- জা—আহোর্‌রাছূলো ক্বা-লার্‌জে'- এলা- রাব্বেকা

বাদশাহ্‌ যে ইউছফকে আমার নিকটে লইয়া আইস, অনন্তর যখন (শাহী) চোপদার ইউছফের নিকটে (এই হুকুমসহ) উপস্থিত হইল তখন ইউছফ বলিল তুমি তোমার বাদশাহের নিকটে ফিরিয়া যাও

فَسْـَٔلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الّٰتِىْ قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ ط اِنَّ رَبِّىْ

ফাছআল্‌হো মা- বা-লোন্‌নেছ্‌অতেল্‌লা-তী ক্বাৎতা'-না আয়্‌দেয়্যাহোন্না, ইন্‌না, রাব্বী

এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে (তোমার) সেই স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার বিষয় কি কিছু জানা আছে যাহারা (আমাকে অর্থাৎ ইউছফকে দেখিয়া) নিজেদের হাত কাটিয়া ফেলিয়া ছিল (উহারা আমার ইচ্ছুক ছিল, না-কি আমি উহাদের ইচ্ছুক ছিলাম) ? নিঃসন্দেহ আমার পালনকারী

بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمٌ ۝ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُّنَّ يُوْسُفَ

বেকায়্‌দেহেন্না আলীম। ক্বা-লা মা- খাৎবোকোন্না এজ্‌ রা-অত্তোন্না ইউছোফা

উহাদের কলা-কৌশল বিশেষরূপ জানেন। (তখন বাদশাহ্‌ সেই স্ত্রীলোকদিগকে নিজের কাছে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিল (তোমরা বল ত তখন) তোমাদের কি অবস্থা ছিল যখন তোমরা ইউছফের সহিত

عَنْ نَّفْسِهٖ ط قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْٓءٍ ط

আন্‌ নাফ্‌ছেহী, ক্বোল্‌না হা-শা লেল্‌লা-হে মা- আলেম্‌না- আলায়্‌হে মেন্‌ ছু—এন্‌,

তোমাদের (অবৈধ) উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিলে ? উহারা বলিল হা-শা- লেল্‌লা-হে আমরা ত ইউছফের মধ্যে কোন প্রকারের কুৎসিতাচরণ প্রাপ্ত হই নাই,

---

قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ز اَنَا رَاوَدْتُّهٗ

ক্বা-লাতেম্‌রাআতোল্‌আযীযেল্‌ আ-না- হাছ্‌হাছাল্‌ হাক্‌কো, আনা- রা-অত্তোহূ

(তখন) আজীজ (মিছর)-এর স্ত্রী বলিয়া উঠিল যে এখন ত (যাহা) হক(-কথা ছিল সকলের কাছে তাহা)প্রকাশ হইয়া(ই) গিয়াছে, (প্রকৃত ব্যাপার এই যে) আমি (জোলায়খা) ইউছফের সহিত

عَنْ نَّفْسِهٖ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ

আন্‌ নাফ্‌ছেহী অইন্‌নাহূ লামেনাছ্‌ছা-দেক্বীন। জা-লেকা লেয়্যা'-লামা আন্‌নী

আমার (অবৈধ) উদ্দেশ্য সাধনের ইচ্ছা করিয়াছিলাম আর ইউছফ নিশ্চয়ই সত্যবাদীগণের মধ্যে। ইহা (অর্থাৎ এই মাজেরা যখন চোপদার যাইয়া ইউছফের সহিত বর্ণনা করিল তখন ইউছফ বলিল আমি চাপ দেওয়া কথাকে) এ-জন্য (প্রকাশ করিয়াছি) যে আজীজ-মিছরের (ভালভাবে) জানা হইয়া যায় যে আমি

لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ كَيْدَ الْخَآئِنِيْنَ ۝

লাম্‌ আখোনহো বেল্‌-গায়্‌বে অআন্‌নাল্‌লা-হা লা- য়্যাহ্‌দী কায়্‌দাল্‌ খা—এনীন।

(উহার) অজ্ঞাতে উহার (আমানতে) খেয়ানত করি নাই আর এই যে (অর্থাৎ উহার ইহাও জানা থাকে যে) আল্লাহ্‌ খেয়ানতকারীদিগের ফন্দীগুলিকে কার্য্যকরী হইতে দেন না।

পরিশিষ্ট

১২শ পারা—অমা-মেন্‌ দা—ব্বাতেন্‌

সূচী-পত্র

বিষয়— পৃষ্ঠা

বিষয়— পৃষ্ঠা